ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 July, 2023 ■ আগরতলা ৫ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১৯ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কলেজে ভর্তির ফি তিনগুন বেড়েছে প্রতিবাদে বিক্ষোভ বাম ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। সাধারণ ডিগ্রী কলেজে ভর্তির ফি তিনগুন বৃদ্ধি হওয়ার প্রতিবাদে শিক্ষা ভবনে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার অফিস কক্ষের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন টিএসইউ এবং এসএফআই---র কর্মীরা। তাঁদের দাবি, সাধারণ ডিগ্রী কলেজে বর্ধিত ফি কমাতে হবে।

সংগঠনের জনৈক ছাত্রের অভিযোগ, এবছর ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষায় জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে, গত বছরের তুলনায় এবছর সাধারণ ডিগ্রী কলেজে ভর্তি ফি তিনগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার উপর নির্মমভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার নামে সাধারণ ডিগ্রি কলেজে হাজার হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে শিক্ষা ভবনে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার অফিস কক্ষের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, কলেজগুলিতে বর্ধিত ফি কমাতে হবে।

উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃতের সংখ্যা বেড়ে আট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আট। আজ আগরতলায় জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রত্না রাণী ধর (৪৯) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ঘটনাস্থলেই ছয় জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আহতদের ঊনকোটি জেলায় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু, তাঁদের মধ্যে সাত জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সকলকে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু, আসার সময় পথে নয় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়। ফলে, জি বি হাসপাতালে ছয় জন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মৃত্যুর সাথে দীর্ঘ সময় লড়াই করার পর চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে রত্না রাণী ধর আজ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে কুমারঘাটে উল্টো রথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আট।

রাজ্যে সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক, সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় সরকারি দফতরে, নিগম, বোর্ড এবং পিএসইউ-তে চাকরিতে নিয়োগে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। তবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে ওই নিয়মে শিথিলতার এক্তিয়ার থাকবে ত্রিপুরা সরকারের। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ দিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, খরিফ মরশুমে ত্রিপুরায় কৃষকদের কাছ থেকে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ত্রিপুরায় সরকারি দফতরে, নিগম, বোর্ড এবং পিএসইউ-তে চাকরিতে নিয়োগে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে, এখন থেকে সমস্ত নিয়োগে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তাঁর কথায়, কয়েক মাস ধরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। কিছু জটিলতা ছিল, তাই বিলম্ব হয়েছে। অবশেষে বিভিন্ন দফতরের অনুমতিক্রমে আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনার ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, এখন থেকে সরকারি দফতর কিংবা টিপিএসসির মাধ্যমে নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আবেদনের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক হবে। এছাড়াও, নিগম, বোর্ড অথবা পিএসইউ-তে চাকরিতে নিয়োগেও পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে ওই নিয়মে শিথিলতার এক্তিয়ার থাকবে ত্রিপুরা সরকারের। তাঁর কথায়, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সহ উপযুক্ত প্রার্থী স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পাওয়া যায় না, তবে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের বাইরের প্রার্থীদের বিবেচনা করবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানানা পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

এদিন তিনি আরও বলেন, খরিফ মরশুমে ত্রিপুরায় কৃষকদের কাছ থেকে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। সারা ত্রিপুরায় প্রায় ৪০টি কেন্দ্রে ওই ধান ক্রয় করা হবে। আগামী ৮ থেকে ৯ জুলাইয়ের মধ্যে ওই প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ওই ধান ক্রয়ে সমস্ত খরচ মিলিয়ে ত্রিপুরা সরকার আপাতত ঋণ নিয়ে ৮৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। পরবর্তী সময়ে এফসিআই থেকে ওই টাকা ফেরত পেয়ে ত্রিপুরা সরকার ঋণ পরিশোধ করবে। তাঁর দাবি, ধান ক্রয়ের তিনদিনের মধ্যে কৃষকদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতদের পরিবারকে ইসকনের আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে ইসকন। আজ ইসকন আগরতলার কো-প্রেসিডেন্ট শ্রীধাম গোবিন্দ দাস প্রত্যেক পরিবারের হাতে ওই অর্থরাশি তুলে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, কুমারঘাটে ইসকন আয়োজিত উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন শিশু সহ সাতজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই ঘটনায় ত্রিপুরা সহ সারা দেশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং নিহত ও আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারও আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে। ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা শুরু করে দিয়েছে।

উল্টো রথে মর্মান্তিক ঘটনায় গাফিলতি স্বীকার করেছে ইসকন কর্তৃপক্ষ। ওই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসকন সারা দেশে রথের সুরক্ষায় কমিটি গঠন করেছে। আজ ইসকন নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এ-বিষয়ে ইসকন আগরতলার কো-প্রেসিডেন্ট শ্রীধাম গোবিন্দ দাস বলেন, উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে এই ছোট্ট প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রঘুনাথপুরে কুখ্যাত চোরকে ধরে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রঘুনাথপুর এলাকাবাসীদের হাতে আটক কুখ্যাত চোর। উত্তম মাধ্যম দিয়ে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। বেশ কয়েক মাস ধরে রঘুনাথপুর এলাকায় মানুষের বাড়ি ঘরে চুরি ঘটনা ঘটে চলছে। রঘুনাথপুর এলাকার এলাকাবাসীরা তাতে রীতিমত অতিষ্ঠ। মঙ্গলবার দুপুরে সরকারি লোয়ার ব্রিজের সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। ঠিক সেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়িতে রেশনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি ১ন রেশন দোকানে তালা ঝোলালো ক্ষুব্ধ ভোক্তারা। চুড়াইবাড়ি ১নং রেশন দোকানে প্রায় পনেরোশো এর অধিক কার্ড ছিল। বর্তমান চার মাস পূর্বে ভোক্তাদের সুবিধার্থে একটি রেশন দোকানকে তিনটিতে বিভক্ত করা হয়। একমাত্র ভোক্তাদের অসুবিধার কথা চিন্তা করেই খাদ্য দপ্তর রেশন দোকান বিভক্ত করে।

কিন্তু বর্তমানে দেখা গেছে , যে অসুবিধার কথা চিন্তা করে রেশন দোকান বিভক্ত করা হয়েছে এখন সাধারণ মানুষ উল্টো ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। রেশন দোকানের কাছের ভোক্তাদের অনেক দূর দূরান্তের রেশন দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার ফলে ভোক্তারা চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাদের বক্তব্য অনেক দূর থেকে রেশন আনতে উল্টো কয়েকশো টাকা গাড়ি ভাড়া দিতে হয়।

এ কারণেই মঙ্গলবার ১নং রেশন দোকানে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ করতে থাকে বিক্ষুব্ধ ভোক্তারা। প্রতিবাদ দেখে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জীব পাল এসে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় জলে ডুবে দুই শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই।। বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে চারিদিকে শুধুই আর্তনাদ। সাতসকালে দুই ফুটফুটে শিশুর জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা। ওই মহকুমার অন্তর্গত মঙ্গলজয় পাড়ায় খেলার সময় সকলের চোখের আড়ালে পুকুরে পড়ে যায় এলিসা রূপিণী(৪ বছর ৭ মাস) এবং এমি দেববর্মা(৪)। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালে মৃত শিশুদের বুকে আগলে নিয়ে বাবা-মার আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলজয় পাড়া এলাকার বাসিন্দা বিকাশ রূপিনীর কন্যা এলিসা রূপিণী এবং দ্বারকা দেববর্মার কন্যা এমি দেববর্মার আজ জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের কথায়, আজ সকালে বাড়ির পাশেই একসাথে খেলা করছিল দুই শিশু কন্যা। তাদের বাড়ির পাশে একটি পুকুর রয়েছে। সকলের চোখের আড়ালে খেলতে গিয়ে দুই শিশু পুকুরে পড়ে যায়। বাড়ির মানুষ টের পেয়ে পুকুর থেকে দুই শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেওয়ার চিকিৎসকরা দুইজনকেই মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ফুটফুটে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে মঙ্গলজয় পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ই-প্রিজন ওয়েব পোর্টাল নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। বর্তমানে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের সব ব্যবস্থাপনা আধুনিক করা হচ্ছে। আজ সরকারি অতিথিশালায় ই-প্রিজন ওয়েব পোর্টালে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন কারামন্ত্রী শান্তনা চাকমা।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্য কারা দপ্তরের উদ্যোগে ই-প্রিজন ওয়েব পোর্টালের উপর তিনদিনের এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরায় সংশোধনাগাবগুলিকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। যে কোনো জায়গা থেকে ই-প্রিজন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, এই পোর্টালের সাহায্যে দপ্তরের কাজের গতি অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গুরুতর বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হয়েছেন বছর সত্তরের এক বৃদ্ধা। কৈলাসহর ভগবাননগর স্কুল পাড়ায় স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আহত বৃদ্ধ মহিলাকে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে ওই বৃদ্ধা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

জনৈক এলাকাবাসী জনিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে কৈলাসহর ভগবাননগর স্কুল পাড়ার বাসিন্দা সন্তোষী সূত্রধর(৭০) নিজ বাড়িতে কাজ করছিলেন। তখব রাস্তার বসানো খুঁটি থেকে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে বৃদ্ধার শরীরে পড়েছিল। ফলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি মাটিতে পরে গিয়েছিলেন। স্থানীয় মানুষ ও পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘ দিন যাবৎ রাস্তায় ওই বৈদ্যুতিক খুঁটিটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় মানুষ কৈলাসহর বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ে দফায় দফায় অভিযোগ জানালেও কর্মকর্তারা এবিষয়ে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। ফলে, আজ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন ওই বৃদ্ধা।

১২ জুলাই বিধানসভা অভিযান করবে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। বামপন্থী তিনটি সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটি, গণমুক্তি পরিষদ ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন মিলিতভাবে আগামী ১২ই জুলাই ১৫ দফা দাবিতে বিধানসভা অভিযান করবে। আজ দলীয় কার্যালয় সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান সারা ভারত কৃষক সবার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর। তিনি বলেন রাজ্যের মানুষের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্যই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত সদস্যদের হাতে এই দাবী সনদ তুলে দেওয়া হবে।

এছাড়া দাবিগুলি সম্পর্কে রাজ্যবাসী যাতে জানানো হবে। বিধানসভা অভিযানের আগেই সিপিএম সারা রাজ্যে ব্লক গুলিতে এই ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন প্রদান করে। সম্প্রতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিএমের একটি দল রাজ্যের অন্তত গ্রাম গুলিতে সফর করেন। তাতে রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের জ্বলন্ত ছবি তুলে ধরে তিনটি সংগঠনের নেতৃত্বেই দাবি করেন কাজ ও খাদ্যের অভাবে সাধারণ মানুষের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

গতকাল মুখ্যমন্ত্রী কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাবার চাষের প্রসঙ্গ টেনে বলেছে রাবার উৎপাদনে রাজ্য দ্বিতীয় স্থানে। এবং রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে রাবার চাষ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গ টেনে পবিত্র কর অভিযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাজগঞ্জ বাজারে ফের খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। সদর মহকুমা শাসক ও খাদ্য দপ্তর যৌথভাবে মঙ্গলবার মহারাজগঞ্জ বাজারের সবজি ও পাইকারি বাজারে অভিযান চালিয়েছে। এদিন অভিযানে নেমে বাজারের দুইটি দোকানে ভেজাল খাদ্য ও অনিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছে। ওই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে খাদ্য দপ্তর।

এদিন জনৈক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, বিগত কয়েকদিন যাবৎ বাজারে সবজির দাম উর্ধমুখী লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাই, আজ সকালে মহারাজগঞ্জ বাজারের সবজি ও পাইকারি বাজারের বিভিন্ন দোকানে খাদ্যসামগ্রীর দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য অভিযান চালানো হয়েছিল।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিযানে নেমে দুটি দোকানে ভেজাল খাদ্য ও অনিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছে। ওই দোকান মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবহা গ্রহণ করা হবে। এরকম অভিযান আরো আগামী দিনে জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ও সাংবিধানিক সমাধান ইস্যুতে মথাকে খেলাচ্ছে বিজেপি ঃ রাধাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। গ্রেটার তিপ্রালান্ড এবং সাংবিধানিক সমাধান নিয়ে যে সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে রাজ্যজুড়ে সেই প্রসঙ্গ টেনে তিপ্রা মথাকে বিঁধলেন গণমুক্তি পরিষদের রাজ্য সম্পাদক প্রাক্তন এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধা চরণ দেববর্মা। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাধা চরণ গ্রেটার ত্রিপলালেন এবং সাংবিধানিক সলিউশন নিয়ে বলতে গিয়ে কটাক্ষ করে বলেন বিরু বিড়াল যেভাবে ইঁদুরকে খেলার ঠিক সেই ভাবেই এই ইস্যুতে বিজেপি মথাকে খেলাচ্ছে। আদতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। গ্রেটার তিপ্রালান্ড, সাংবিধানিক সল্যুশন, ইন্টার লোকেটর ককবরকে রোমান্স স্ক্রিপ্ট চালু এই সমস্ত বিষয় শুধু কথাতেই থেকে যাচ্ছে। তিনি বলেন আমরাও চাই সংবিধান সলিউশন এমন হওয়া প্রয়োজন যেখানে এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান।

১২৫ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করা প্রয়োজনে আরো সংবিধান সংশোধন করে কিভাবে এডিসির হাতে আরো ক্ষমতা দেওয়া যায় সবার সঙ্গে আলোচনা করে তা করা। তা না করে শুধুমাত্র গ্রেটার তিপ্রালান্ড ও সংবিধান সমাধান দাবি তুলে তার সমাধান করা সম্ভব নয়। দাবি তুলতে হবে এডিসির সাংবিধানিক সংশোধন করে অধিক ক্ষমতা দেওয়া। যা বাম সরকার ও গণমুক্তি পরিষদ বিগত দিনে পরে আসছে। বামেরা এডিসিতে ক্ষমতা থাকার সময় থেকেই দিল্লির কাছে এই আওয়াজ তুলে আসছে। বহুবার দরবারও করেছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার তাতে কর্ণপাত করে নি। তাই আমরা চাইছি এডিসি শক্তিশালী হোক এডিসির হাতে আরো ক্ষমতা বৃদ্ধির।

ককবরক ভাষার রোমান্স প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমাদের দাবি ছিল সংবিধানের অষ্টম তফশীলে ককবরক ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার। বামফ্রন্ট সরকারি চালু করে গেছে কোন কলেজে ককবরক ভাষায় পঠন পাঠন। তবে তিনি বলেন লিপি মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে ককবরক ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে আরো গুরুত্ব দেওয়া হোক। কারণ যে যার সুবিধা সুবিধামতো ভাষা তে লিখতে পারেন।কেউ রোমান কেউ বাংলা। কেউ বা হিন্দি। লিপির বিষয়টি মানুষ বিচার বিবেচনা করে ঠিক করোন। গণমুক্তি পরিষদের দাবি সরকারিভাবে এই ভাষাকে আরো প্রয়োগ উন্নতি করা। কিভাবে ভাষাকে আরও বিকশিত করা যায় সেই লক্ষ্যেই সরকারকে কাজ করা।

এদিকে গ্রেটার পিঁপড়ালেন সাংবিধানিক সমাধান ককবরক ভাষায় রোমান্স স্ক্রিপ্ট চালু ইত্যাদি দাবিতে দিল্লিতে অমিত শাহের দরবারে আবারো দাবি জানিয়ে এলেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। এবার এই দাবি জানিয়ে রাজ্যে ফিরে আন্দোলনেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমনটাই জানা গেছে দলীয় সূত্র। তবে রাজনৈতিক মহল বলছে এই দাবিতে দলের ভাঙ্গন রোধ করা যাবে না। প্রদ্যুৎ অবশ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্যে গাফিলতি, আটকে দেয়া হল ৩৩ জন পঞ্চায়েত সচিবের বেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুলাই।। বিশালগড় ব্লকের ৩৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব এবং রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। জেলা এবং ব্লক প্রশাসন তাদের বারবার শুধরানোর সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু ফাঁকিবাজ সচিবদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। এবার তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিশালগড়ের বিডিও অনুরাগ সেন। জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমারের নির্দেশে ৩৩ জন সচিবের জুন মাসের বেতন আটকে দিয়েছে বিডিও অনুরাগ সেন। বেতন আটকে যাওয়ার পর ঘুম ভেঙেছে সচিবদের।

উন্নত গ্রাম হলেই উন্নত ভারত গড়া সম্ভব। গ্রামের উন্নয়ন তরান্বিত হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। গ্রাম সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে সরকার। সমাজের অন্তিম ব্যাক্তির কাছে দ্রুত পৌঁছতে চায় সরকার। কিন্তু একাংশ সরকারি কর্মচারী উন্নয়ন প্রলম্বিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আমজনতার উন্নয়ন মূলক কাজ নিয়ে ফাঁকিবাজি করছে। কর্মসংস্কৃতি তলানিতে নিয়ে গিয়ে সরকারের বদনাম করার চেষ্টা করছে এ-সব বামমার্গী সরকারি কর্মচারীরা। গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোতে অচলাবস্থা কায়েম করে সরকারের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে তৎপর পঞ্চায়েত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা২৬০ ▫ ৫ জুলাই ২০২৩ইং ▫১৯ আষাঢ় ▫বুধবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

চাকুরী ক্ষেত্রে পি আর টি সি বাধ্যতামূলক

সারাদেশেই সরকারি দপ্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। এরই মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরের নিয়োগের ক্ষেত্রে বহির রাজ্যের বেকাররা ভাগ বসাইবার ফলে রাজ্যের বেকাররা রীতিমতো হতাশাগ্রস্থ। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পিআরটিসি ছাড়া রাজ্যের সরকারি কোন দপ্তরে বহির রাজ্যের কোন বেকারকে নিয়োগ না করিবার জন্য জোরালো দাবি উঠিয়াছে। অবশেষে বেকারদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া নিয়াছে রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে পিআরটিসি ছাড়া রাজ্য সরকারের দপ্তরে চাকরির জন্য কেউ আবেদন করিতে পারিবে না। বিলম্বে হইলেও রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইয়াছে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীরা।

সারা দেশেই সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হইতেছে। ফলে মানুষ অসহায় হইয়া পড়িতেছে। বেকারত্ব গোটা দেশকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করিতেছে। ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না।

গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান কমিয়াছে, তেমনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারি রিপোর্টেই এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে করা 'পাবলিক এন্টারপ্রাইজ সার্ভে' রিপোর্ট বিশ্লেষণ করিয়া সরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান কমিবার ভয়াবহ চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে।এই সমীক্ষার আওতায় ছিল সিপিএসই। এর বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন এবং সাবসিডিয়ারিগুলি, যেখানে সরকারের ৫০ শতাংশের বেশি শেয়ার রহিয়ায়েছে। এই সংস্থাগুলিতে ২০১৩-র মার্চে যেখানে ১৭.৩ লাখ কর্মী ছিল, ২০২২-এর মার্চে তাহা কমিয়া হইয়ায়েছে ১৪.৬ লাখ। সমীক্ষায় ৩৮৯টি সিপিএসই-কে নেওয়া হইয়াছে, যাহার মধ্যে ২৪৮টি এখনওচালু রহিয়াছে।'সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, মোট কর্মসংস্থান ২.৭ লক্ষের বেশি হ্রাস ছাড়াও, কর্মসংস্থানের ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে। ২০১৩-র মার্চে মোট ১.৭ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ১৭ শতাংশ চুক্তিতে ছিলেন এবং ২.৫ শতাংশ অস্থায়ী বা দৈনিক মজুরির হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ২০২২ সালে চুক্তি কর্মীদের অংশ বাড়িয়া ৩৬ শতাংশ হইয়াছে যেখানে অস্থায়ী ও দিনমজুর শ্রমিকদের অংশ বাড়িয়াছে ৬.৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত সিপিএসই-তে নিযুক্তদের মধ্যে ৪২.৫ শতাংশ চুক্তি বা নৈমিত্তিক কর্মীদের বিভাগে পড়িয়াছিল, যেখানে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এর হার ছিল ১৯ শতাংশ।'সংস্থা-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে সাতটি সিপিএসই আছে যেখানে গত দশ বছরে মোট কর্মসংস্থান ২০ হাজারেরও বেশি কমিয়াছে। তালিকার নেতৃত্বে রহিয়াছে বিএসএনএল, যেখানে কর্মসংস্থান প্রায় ১.৮ লাখ কমিয়াছে। এর পরে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এমটিএনএল— দুই সংস্থাতেই এই সময়ের মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ হারাইয়াছেন।'উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, যে সংস্থাগুলি চাকরি কমিবার তথ্য দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লাভে চলা ও লোকসানে চলা উভয় সংস্থাই রহিয়াছে। যেমন এমটিএনএল এবং বিএসএনএল দেশের অ-লাভজনক ১০টি সিপিএসই-র তালিকায় নাম তুলিয়াছে। লোকসানে চলা, ঋণজর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নীকরণ হইয়াছে। অন্যদিকে, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং ওএনজিসি দুই সিপিএসই ২০২১-২২ আর্থিক বছরে উচ্চ লাভে চলা সংস্থার তালিকায় স্থান পাইয়িছে। অর্থাৎ, সংস্থাগুলিতে কর্মী করাইয়া ফেলিবার একমাত্র কারণ মোটেই সংস্থাগুলির লোকসানে চলা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ কাজ হারাইয়াছেন। কর্মসংস্থান হারাইয়া ওইসব মানুষজন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তারা তাহাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন। উত্তরণের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

গুয়াহাটিতে উপ—রাষ্ট্রপতি ধনকড়, পুজো দিলেন মা কামাখ্যার

গুয়াহাটি মহানগরের কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচলে নির্দেশনা জারি মেট্রো পুলিশের

গুয়াহাটি, ৪ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটিতে এসেছেন উপ—রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। আইআইটি গুয়াহাটিতে দুটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আজ মঙ্গলবার সকালে সস্ত্রীক এসেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি। বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যা মন্দিরে। সেখানে মায়ের পুজো দিয়ে চলে যান আইআইটিতে।

আজ সকালে ভারতীয় বায়ুসেনার উড়ানে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলে উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়কে উষ্ণ স্বাগত জানান রাজ্যপাল গোলাবচান্দ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, গুয়াহাটির সাংসদ কুইন ওজা, মন্ত্রী অতুল বরা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, মেয়র মৃগেণ শরণিয়া এবং সাধারণ ও পুলিশ পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মূলত আইআইটি-র ২৫-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গুয়াহাটি এসেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি। সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছাড়াও তিনি এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক বার্তালাপ কার্য্যক্রমে মিলিত হবেন তিনি। সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল গোলাবচান্দ কাটারিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। জানা গেছে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপ-রাজ্যপাল ২,০১১ জন স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি-প্রাপ্তদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবেন। এছাড়া উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের আগমনকে কের্না করে গুয়াহাটি মহানগরের কয়েকটি রাস্তায় চলাচলে নির্দেশনা জারি করেছে মেট্রো পুলিশ। সে অনুযায়ী জালুকবাড়ি থেকে শহরে প্রবেশ করতে পারবে না কোনও ভারী তথা বাণিজ্যিক গাড়ি। এটি রোডেও বাণিজ্যিক গাড়ি চলাচলে জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশাপাশি ডিজি রোড, এমজি রোডে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ প্রশাসনে। আজ ৪ জুলাই সকাল ৬.০০টি থেকে রাত ৯.০০টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এই নির্দেশনা।

কোচি-সহ কেরলের নানা প্রান্তে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন, বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

তিরুবনন্তপুরম, ৪ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তার কারণে কেরলের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত। আগামী দু''দিন সারা রাজ্য ব্যাপী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ইদ্দুকি ও কান্নুর জেলায় এবং কোঝিকোড়ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের ১০টি জেলায় কমলা ও ২টি জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। জাতীয় বিপর্য্যয় মোকাবিলা বাহিনী-র ৭ টি দল রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে। এর্নাকুলাম ও আলাপুঝা জেলায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কাসারগড় জেলার সব স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবারই ভারী বৃষ্টি হয়েছে কেরলের কোচিতে। জেলা কালেক্টর এনএসকে উমেশ বলেছেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত খনির কার্য্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির জন্য দক্ষিণ কন্নড় জেলায় স্কুল ও কলেজ এদিন বন্ধ ছিল। এই অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টির কারণে, জেলা কর্তৃপক্ষ ম্যাঙ্গালুরু, মুলকি, উল্লাল, মুদবিদ্রি এবং বান্টওয়ালের সমস্ত স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করেছে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ড. বিমলকুমার শীট

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার মান ছিল সবার ওপরে তুলনায় দেশীয় ভাষার মর্যাদা ছিল নীচুতে। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় তাই ইংরেজি ভাষার কদর। এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশকরূপে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি না দেওয়ায় তিনি প্রবন্ধ পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে ভাইস চ্যান্সেলর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাদিকারী তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। এ থেকে অনুমেয় যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কাজটি কত কঠিন ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই কঠিন কাজটিকে করে দেখিয়েছিলেন। যার সুফল আমরা পাচ্ছি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় জেমো গ্রামে ২০ আগস্ট, ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী। পিতা গোবিন্দসুন্দর। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গদর্শনের একান্ত পাঠক ছিলেন। প্রথম থেকেই বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সমন্বিত চর্চা ছিল। ১৮৮১ সালে এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পান। এতে বিদ্যালসাগর উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্স সহ প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে এমএ পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্বর্ণ পদক ও পুরস্কার সহ প্রথম স্থান পান। পরের বছর পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরবর্তী দু-বছর বিনা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে ল্যাববেটরিতে বিদ্যাচর্চা করেন। ১৮৯২ সালে বিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপক ও শেষে স্থায়ী অধ্যক্ষ হন (১৯০৩-১৯১৯)।

বাংলা ভাষায় উচ্চমানের বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার প্রতিক রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরাগ ও চর্চা ছিল। 'নবজীবন' পত্রিকায় তাঁর 'মহাশক্তি' নামে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। 'নবজীবনের' সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার সরকার। বঙ্গিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন অনেক গুণী এই পত্রিকায় লিখতেন। নবজীবন পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের 'বিবর্তন' 'মহাতরঙ্গ', 'জড়জগতের বিকাশ', 'সৃষ্টিতত্ত্ব' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ধারাবাহিক ভাবে 'সাধনা' পত্রিকায় লিখেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে সেদিনের বিখ্যাত পত্রপত্রিকা ভারতীয প্রদীপ,

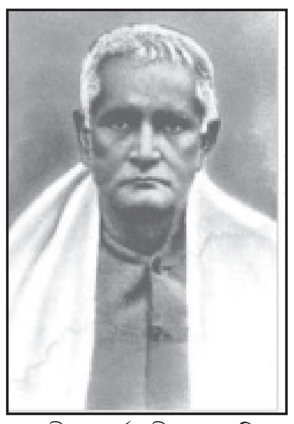

মানসী, মর্ম্মবাণী ও সাহিত্য পরিষদ, পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন। ১৩২০ সালে 'কর্মকথা', 'চরিত্রকথা' ১৩২৪ এ 'শব্দকথা' প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রজগৎ', 'জগৎকথা', মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। ১৩২০বঙ্গাব্দে বিজ্ঞানসভার সভাপতির ভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যলছেন, 'বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগের দারিদ্র মোচন আপনারা করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া পাওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অবাব এই বিষয়ে অন্তরায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার মনের ভাব আপনার হইতে শব্রূপ লেখনীরূপে আবির্ভূত হইবে। সর্বদেশে সর্বজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা পরিভাষা সংকলনের অপেক্ষা কোন দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে নাই'....।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি' সর্বপ্রথম প্রকাশিত বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের পূর্বে এর অন্তর্গত রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের 'জ্ঞানের সীমানা' দীর্ঘ প্রবন্ধ। মহাজাগতিক রহস্য থেকে মানবমনোবিজ্ঞান পর্যন্ত দীর্ঘ প্রসারিত আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন। নক্ষত্রজগৎ থেকে সৌরমণ্ডল, আলোকের গতিবেগ নিয়ে সহজবোধ্য সাবলিল গদ্যে তিনি আলোচনা করেছেন। শেষে তিনি জীবজগৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন, লিখেছেন জীবনের ক্রম নিয়ে সুবিস্তরী মতাদর্শ। বৃক্ষ থেকে শাখা, পত্র, বীজের বিকাশ-উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক সহজবোধ্য চিন্তন। এরপরে সমাজ ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। সেখানে ধর্মনীতি কীভাবে সমাজবিদ্যাকে প্রভাবিত করে, মানবমনের বিচিত্র গতিপথ যে প্রকৃত বিজ্ঞান এ নিয়ে সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিদ্বজনসমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'জজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সারসংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সত্য, অতিপ্রাকৃত প্রথম প্রস্তাব, অথিপ্রাকৃত প্রথম প্রস্তাব, অতিপ্রাকৃত দ্বিতীয় প্রস্তাব, আত্মর অবিনাশিতা, অমঙ্গলের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। 'প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্য আপনার জগৎকে যথাসাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মবন্ধ সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গড়িয়া লইয়াছিল। আত্মা বিনাশী, কি অবিনাশী এই প্রশ্ন একেবারে অর্থশূন্য। যে প্রশ্নের অর্থ নাই, তাহার উত্তর দানের চেষ্টা মূঢ়তা।' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েও মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় সাধনা করেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' সম্বন্ধে তাঁর কৌতুহল ছিল অসম্ভব এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর মৌলিক কল্পনা ও ভাবনার প্রয়োগ ঘটনা, রসায়নের ছাত্র হিসাবে ও পরবর্তীকালে অধ্যাপক হিসাবে নানা পদার্থের ইংরেজি নাম নিয়ে যে সমস্যা হয় তার বঙ্গীয়করণ কররার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত সাহিত্যের সহায়তা নেন। তৎকালে পাওয়া গিয়েছিল এমন ৭০টি মূল পদার্থের সংস্কৃতমূলক দেশীয় নাম তিনি সংগ্রহ করেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেক মূল পদার্থের ইংরেজি নামের ইতিহাস সংকলন ও সংস্কৃত নাম সংগ্রহ করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি সামগ্রী আজও আকর্ষণ হারায়নি

বাংলায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে কৌম নর-নারীরা মাটি-বাঁশ-কাঠের মতো সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্প বস্তুগুলি তৈরি করেছে। গ্রামবাংলার মাটির চালাঘর মূলত দাঁড়িয়ে থাকে কাঠ বা বাঁশের খুঁটির জোরে। ঘরামিরা ধাপে ধাপে ধাপে কাদা দিয়ে দেওয়াল তোলে; সূত্রধররা কাঠ দিয়ে নানা শৈল্পিক ভঙ্গিতে তৈরি করে দেন চালাঘরের চাল ধরে রাখার কাঠামো, বারুইরা খড় ও বাঁশ-বেত দিয়ে ঘরের চাল ছেয়ে দেন। ঘরের ভেতরের অংশটি সেজে ওঠে চালের ভার বহনকারী বামন আকৃতির কাঠের পুতুল, খোদাই করা কাঠের নানা কারুকাজে এবং বেত, সরকাঠি, ময়ূর-মাছরাঙার মতো রঙিন পাখির পালকে। বাঁশ-বেতের ভেনকি তাক এবং নকি ছাদতো রয়েইছে। চারকোণে ঝোলানো হয় বেতের তৈরি আনারস। নকশি কাঁথা কিংবা শীতলপাটির চাঁদোয়া টাঙ্গানোর ঝেঁকও ছিল। অবশ্য এ ছবিগুলো হারিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে গুরুত্ব পায় মণিমুক্তোর ঝালর ও সোনার টুনিতে সাজানো মনসামঙ্গলে উল্লেখিত 'উদয় তারা ঘর'। ধানের মরাই দেখা যায়; কিন্তু হারিয়ে গেছে ধান ও কুঁড়ো মজুত রাখার জন্য তৈরি বাঁশের গোল কাঠামোর মাটির প্রলেপ চাপানো ডলো।

উৎসবের দিনে বাঁশ পুঁতে তার ডগায় বাঁধা চোঙা-মাইক; এ দৃশ্য যেমন হারিয়েছে, তেমনি হারিয়ে গেছে উনুনশাল সংলগ্ন রান্নাঘরে আড়াআড়ি অবস্থানে থাকা বাঁশে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া শিকের গুরুত্ব। খাদ্যাদি রাখার জন্য রঙিন সুতো পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি আধার। ফাঁস তোলা ও বিনুনী গাঁথার কৌশলে তৈরি। প্রয়োজনে ভেতরের শূন্য অবস্থানটিকে সঠিক রূপ দিতে থাকে থাকে সাজানো সরু কঞ্চির বেড়ি। উনুন শালের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল ছিদ্র করা বাঁশের চোঙ। মাটির উনুনের জ্বালানি ঢোকানোর পথে কিংবা গুল-ঘুঁটে সাজানো উনুনের নীচের বড় ছিদ্রপথে বাঁশের চোঙটি ঢুকিয়ে ফুঁ দিয়ে আঁচের আগুন তোলা হতো।

ছিদ্রহীন চোঙে রাখা হতো তেল এবং দুধ-দই। এক্ষেত্রে ওপরের অংশটি একটু চেরা করে কোটা। জাপানে বাঁশের চেরার মগ ছিল অবর্ণনীয়। বাঁশের চাচাড়ি দিয়ে তৈরি হয় দরমার বেড়া। শত্রুপক্ষকে চমকে দেওয়ার মতো বাঁশের কেল্লা তৈরিতে দক্ষ ছিল বাংলার বনবাসীরা। বাঁশ হাতে রায়বেঁশে সৈন্য ছিল বাংলার গর্ব। পরবর্তীকালে জমিদারদের ঠ্যাঙারে লাঠিয়াল হয়ে সেই অহংকার হারিয়ে গেছে। রণপা বিজ্ঞাপনের চরিত্র। নৃত্যের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-নৃত্যের রূপ নিয়েছে। দুর্গ তোরণের বক্র রূপের মতো দুর্গা-চাল আর্থ চালচিত্রের বক্র কাঠামোটিও বাঁশের। প্রতিমা মূর্তির মূল কাঠামোও বাঁশ-খড়ের। কাগজ তৈরিরও কাঁচামাল বাঁশ। বাঁশের ঘরও হচ্ছে।

কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে হাল্কা আগুনের তাপ বা ধোঁয়া খাইয়ে বাঁশকে কাজের উপযোগী করা হয়। বাঁশের লম্বা আঁশকে কাজে লাগানো হয় সুকৌশলে। বাঁশের কাজে দক্ষ বাংলার ডোম, বাগদি, মহালি, রাইতিরা। ছেলে-মেয়ে উভয়ই এ কাজ করে। শূদ্র ও নারী জাতির সংগ্রাম। বাঁশ-বেত শিল্পের উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল মেলে মণিপুর, ত্রিপুরা, অসম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। নানা প্রজাতির বাঁশ ও বেত। পশ্চিমবঙ্গের বাঁশুলি ও তলতা বাঁশ উন্নতমানের এবং মালদার মাকলা বাঁশও বেশ উন্নতমানের। বাংলায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বনবাসীরাই বাঁশ-বেত শিল্পকে উচ্চ-মান দিয়েছে। দক্ষিণে বেত অপেক্ষা বাঁশের উপরই বেশি নির্ভরশীল। পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে তালপাতা, খেজুর পাতা, হোগলা বা হেঁসতি পাতা-ঘাস এবং পাতি বা মুঠা জাতীয় ঘাস। পশ্চিমবঙ্গে বাঁশ বেতের কাজে দক্ষতার পরিচয় মেলে মালদার গাজল; মঙ্গলবাড়ি; সাহাপুর; হরিশ্চন্দ্রপুর; আলপুর; উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার; কালিগঞ্জ; রায়গঞ্জ; দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুণ্ডি; কোচবিহারের কোতোয়ালি; দার্জিলিংয়ে সমরনগর; নকশালবাড়ি; নদিয়ার করিমপুর; সুভাষনগর; হুগলী খানাকুল থানার শঙ্খপুর; আরামবাগের সেনপুর গ্রাম; পূর্বমেদনীপুরের ঘাটাল; খাঞ্জাপুর; মৈতনা; বাঁকুড়ার ছাতনা; পুরুলিয়ার চড়িদা; হাওড়ার ডোমজুড়; জগৎবল্লভপুর; মাকরদহ; পাতিহাল; চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুরের দেউলি গ্রাম; একসময় কলকাতার চিৎপুরের ডোমপাড়াও এ শিল্পে সুনাম নিয়েছিল। আজ কলকাতায় প্লাস্টিকের রমরমা বাজার হলেও আধুনিক চিন্তায় বাঁশের নিজস্ব সৌন্দর্য এবং বেতের বাঁধন শিল্পীর কল্পনাগুণে আকর্ষণীয়। ব্লেড দিয়ে বাঁশের লম্বাটে অঁশকে গোল করে কাটা; তারপর লম্বালম্বি ভাবে আঁশ তুলে বাঁশকে অলংকৃত করা। এভাবে খোদাই কর্মের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা সৌখিন শো-পিস এবং আসবাবপত্র। মণ্ডপ সজ্জায়ও গুরুত্ব পাচ্ছে বাঁশের অলঙ্কৃত সৌন্দর্য। কাপড় ঢাকা বাঁশের কাঠামো তো আছেই।

গোরু বাঁধার গোঁজ থেকে গোরুর গাড়ি এবং গোরুর গাড়ির ঢেউ খেলানো ছদরিও বাঁশের। ধান বোনার ডালা থেকে বিয়ের চিত্রিত বরণডালাও বাঁশের। শস্যের খোসা উড়িয়ে দিতে ব্যবহৃত কুলো মাঙ্গলিক প্রয়োজনে চিত্রিত হচ্ছে। লাল শালু জড়ানো ও কড়ি বসানো চুপড়িই হলো লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা সিঁদুর চুপড়ি। বাঁশের সাহায্যে তৈরি হয় ঝুড়ি, চালুনি, ধুচুনি, ডোকা-থুনচে বা পিঠা কাল্লোয়াং। বনবাসীরা তৈরি করে খাড়া বা লাঙ্গা। মাটির কাজের জন্য কুমোররা তৈরি করে নেয় কাঠম কাঠি ও মাজা কাঠি। মাটির ঘরের দরজার শিকল দেওয়ার চেনা ছবি ছিল বাঁশের হুড়কো। বাঁশের মাচায় বসার স্বাদ অনেকের না মিটলেও; মইয়ের সঙ্গে সবারই পরিচয় আছে। চেঁকিতে পা দিতে হলে বাঁশের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। নৌকো তৈরির সময়ও বাঁশের ঠেক চাই। তির-ধনুক, টাঙ্গা-টাঙ্গি-বর্শার হাতল বাঁশের তৈরি। বাঁশ স্বয়ং নিজেও অস্ত্র বটে। মাছ ধরার কেঁচ, বানা, ছিপ, শটকা, পাঙ, ঘুনি, পলুই সবই বাঁশের তৈরি। নদীতে বড় মাছ ধরতে হালুক। মাছ রাখতে মাথায় এবং কোমরে বাঁধা খালুইও বাঁশের। বাঁশের দণ্ড ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে যাওয়া হেলা-ভেলা-মালা ফেরিওয়ালার পিছু নিত গ্রাম্য শিশুর দল। কিনে নিতো বাঁশ-কাগজের পতিঙ্গা এবং বাঁশের বাঁশি। সরল, আড়, মুরলী, বেণু, নয়া, টিপরা নানা গঠনে নানা নামের বাঁশি। বাঁশ-কাগজের ঘুড়িও শিশুর কাছে আকর্ষণীয়। দাদু-ঠাকুমার হাতের পাখায় ঠাণ্ডা হতো দুরন্ত শিশুর মন। বাঁশ, মুরতা বেত, তালপাতা, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, কলার শুকনো খোলের বেতি, চুলের ফিতে, পালকে সেজে উঠতো শখের পাখা। প্রয়োজনে চিত্রিত। হাত পাখা সহজে ঘোরাতে হাতলে সর বাঁশের নল লাগানো। হিন্দু সমাজে মৃত ব্যক্তির নাতিরা শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যেয় ডোম-বাগদিদের তৈরি করে দেওয়া বাঁশ-রঙিন কাগজের তৈরি দোলা রথ-নৌকো কলা গাছের ডেলায় গেঁথে প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়, সঙ্গে নাম-সংকীর্তন।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঁশের সরু কঞ্চি বা বেতের ছড়ি ছিল ভয়ের কারণ। কাঠের মুখোশের পাশাপাশি পরবর্তীকালে গুরুত্ব পেয়েছে বাঁশের মুখশে। বাঁশের মুখোশ এবং বাঁশের কাট-ডলগুলিকে ঘরসাজানোর কাজে লাগানো হচ্ছে। বাঁশের কাঠামো ও বেতের বাঁধনে তৈরি শোফাসেট, টি-টেবিল, পা ছড়িয়ে বসার চেয়ার আধুনিক। চিন্তা-ভাবনায় বেশ আকর্ষণীয়। প্রয়োজনে রঙিনও হয়েছে। পায়াতে অঁটকে দেওয়া হচ্ছে নতুন গ্রামের কাঠের পুতুল। চেড়া বাঁশের আড়াআড়ি বাঁধুনিতে তৈরি সাধারণ মোড়া অপেক্ষা পিঠে ঠেসদেওয়া মসৃণ বেতে মোড়া মোড়া গঠন সৌন্দর্যে বেশ আকর্ষণীয়। বাঁশের চৌকো ও গোল ফ্রেমও বেশ চমক দেয়।

বাঁশ-বেতের কাজে মূল সৌন্দর্যের উৎস লুকিয়ে থাকে শিল্পীর ভাবনায়। আর তার প্রকাশ ঘটে বুননি ও মেলাইয়ের দক্ষতায়। মাঝে মাঝে জলে ছেটা মেরে মেরে বাঁশ ও বেতকে নরম করে নেওয়া। চতুর্থ আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণে এক-দুই-তিন করে গেঁথে ফেলা। বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া। অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় চর্চিত জ্ঞান নিয়ে সেজে ওঠে বাঁশ-বেত শিল্প। বাঁশ অপেক্ষা বেত নমনীয়, তাই সহজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সরু বেতকে নানা আকৃতি দেওয়া যায়। প্রথমে বেতকে কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে তুলে নিয়ে সোজা করতে হয়। আঁতি-গিট চেঁচে ফেলার পর ধারালো কিছু দিয়ে প্রয়োজন মতো চেরা হয়। ফসল মাপার জন্য বেতের জিনিস গুরুত্ব পেয়েছে। তাল কাঠ ও পিতলের পাশাপাশি বেত দিয়ে তৈরি হয় পাই-কুনকে। দাঁড়িপাল্লাও হতো বেত দিয়ে। লক্ষ্মীর হাঁড়ি, ফুলের সাজি, জল পাত্রের ঢাকনা ঝুম, ছাম্মা বাক্স, ট্রে, ব্যাগ, চটি এ সবই সরু বেতের তৈরি। মোটা বেত দিয়ে তৈরি হয় মোড়া, বড় আকৃতির পাত্র, মাছ-চরকি এরকম নানা অলঙ্করণে সাজানো পালকি আকৃতির বিয়ের সৌখিন ডালা। জুঙ্গুর ছাতাও বেশ আকর্ষণীয়। বেশি মোটা বেত দিয়ে তৈরি বয় দোলনা, হাত-লাঠি, ছাতার বাঁট, ইজি-চেয়ার। শীতল পাটির শীতল ছোঁয়া তো আছেই। বলাবাহুল্য শীতল পাটি তৈরি হয় মুত্রা বেত দিয়ে। শীতলপাটি তৈরিতে কোচবিহারের ঘুঘুমারি, ফুসনাডাঙ্গা, ধুনিয়াবাড়ির শিল্পীরা দক্ষতা দেখিয়েছে। ধারালো কিছু দিতে মুত্রা বেত কেটে কয়েক ফালিতে চিরে ফেলা হয়। তারপর লেগে থাকা ভেতর দিকের নরম অংশটি চেঁচে ফেলে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ওপরের অংশটি একটু চেঁচে নিলে বেরিয়ে আসে বাদামি রঙ। শীতলপাটি বোনার উপযোগী হলো নরম কোষের উন্নতমানের মুত্রা বেতের ছাল; আর কম উন্নতমানের অংশগুলি দিয়ে বানো হয় বুকা পাটি। বলা বাহুল্য, মুত্রা বেতের ছাল বারো ঘণ্টারও বেশি সময় ডুবিয়ে রাখা হয় জমানো টকে যাওয়া ভাতের ফ্যানে। এর সঙ্গে টক দই মিশিয়ে সিদ্ধ করলে বেত সাদা-মসৃণ হয়। প্রয়োজনে রঙিন করতে সিদ্ধ করার সময় রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধুয়ে শুকিয়ে বেতকে পাটি তৈরির উপযোগী করে দেওয়া হয়। দু'হাত দিয়ে দুটো রেখে দুটো ধরে চলে বুনন কাজ। তেরছা ভাবে এক-দো অথবা তে ধারা পদ্ধতিতে বুনন শুরু হয়। বর্তমানে শীতলপাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাগ, জুতো, টেবিলের ঢাকনা, গহনায় রঙিন সুতোর পরিবর্তে পাটির বাঁধন। মেয়ের বাড়ির তত্ত্বে পাঠানো চিত্র নকশাতে সাজানো শীতলপাটির প্রয়োজনীয়তা হারাতে বসেছে। বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি মাছ, কচ্ছপ, ফুলদানি, টব রাখার উঁচু থাম, টেবিল ল্যাম্প, হ্যাজাক লাইট, বাল্বের ছাতা শেড, ঘড়ির-বেল্ট, মেয়েদের মাথার ক্লিপ, পাখির বাসার মতো দোলনা এসব বেশ আকর্ষণীয়। আর কৃষি কাজে তো বাঁশ-বেতকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই। গ্রাম্য কৃষি সংস্কৃতিতে বাঁশ-বেত শিল্পের চাহিদা সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োজন কেন্দ্রিক। শহরে ওই শিল্পগুলি তেমন গুরুত্ব পায় না। শিল্প দ্রব্যগুলির দামও কম। ভালো দাম পাওয়ার আশায় শহুরে সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে বাঁশ-বেত নানা ভাবে সেজে উঠছে। আধুনিক প্রযুক্তির এবং শিল্পদ্রব্যের কাছে বাঁশ বেত গুরুত্ব হারাতে বসেছে। মেদিনীপুরের বনবাসীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অস্থায়ী ডেরা বেঁধে গ্রামের পরিবারগুলির চাহিদা মতো বাঁশ বেতের জিনিস তৈরি করে দিতো।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘টিএমসি জিতবে”, জেলে বসেই জয়ের দাবি বন্দি জীবনের

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে ঢোকার আগে মঙ্গলবার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা জানিয়ে দিলেন জয় পাবে তৃণমূলই।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে জীবনকৃষ্ণর। বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশির সময় বাড়ি সংলগ্ন পুকুর পাড়ে লুকিয়ে রাখা নথি ভর্তি ২টি ব্যাগ উদ্ধার করে সিবিআই। সিবিআই-এর দাবি, তল্লাশির সময় দুটি মোবাইল ফোন বাড়ির পাশের পুকুরে ফেলে দেন তৃণমূল বিধায়ক। প্রায় তিনদিন ধরে পুকুরের জল ছেঁচে তা উদ্ধার করা হয়।

এর আগে যদিও জেলবন্দি জীবনকৃষ্ণকে আদালতে তোলার সময় প্রশ্ন করলেও পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তবে মঙ্গলবার তাঁর বদল ঘটেছে। এদিন জেলবন্দি জীবনের সপাট জবাব, তাঁর এলাকায় যেহেতু ভাল কাজ করেছে তৃণমূল, তাই জয় হবে ঘাসফুল শিবিরেরই।

জনতার রায় নিতে ভোটের ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার স্ত্রী।

তৃণমূলের টিকিট না পাওয়ায় বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্দল হিসেবে লড়ছেন জীবন-জায়া টগরী সাহা, এমনটাই ছিল খবর। যদিও পরে আদালতে পেশের সময় জীবনকৃষ্ণ সাহা জানান তাঁর স্ত্রী প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এদিকে, ৪ জুলাই পর্যন্ত ফের জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ককে। এর আগে পঞ্চায়েতে নির্দল হিসেবে প্রার্থী হয়েও স্ত্রীর মনোনয়ন প্রত্যাহার হয়। কিছু সমস্যা ছিল, দাবি নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত জীবনকৃষ্ণের।

পুকুরে মোবাইল ফোন ফেলেও কাজ হয় নি। বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার দুটি মোবাইল ফোন থেকে একশো শতাংশ তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছে সিবিআই।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, এসএসসি মামলার তদন্ত শুরু হওয়ার পরেই জীবনকৃষ্ণ তাঁর দুটি ফোন থেকে প্রচুর কথোপকথন ও ছবি ডিলিট করে দেন। কিন্তু ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে মুছে দেওয়া তথ্যর একশো শতাংশই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

সিবিআইয়ের দাবি, তথ্য পুনরুদ্ধার করে জীবনকৃষ্ণর কাছ থেকে নিয়োগ দুর্নীতির টাকা কোথায় কোথায় পৌঁছেছে, সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ মিলেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের অনুমান, এই সমস্ত তথ্য লুকোতেই বাড়িতে তল্লাশি চলাকালীন ফোন দুটি পুকুরে ফেলে দেন জীবনকৃষ্ণ।

ভোটে বিদ্যুৎ সংযোগ বজায় রাখতে ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। বর্ষার মরসুমে গ্রামীণ বাংলায় ভোট। তাই ভোটের দিনে যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিরবিচ্ছিন্ন থাকে, তাই কর্মী ও আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করে দিল বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (এসইডিসিএল)।

শনিবার রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট। ওই দিন বিদ্যুৎ সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে ও যে কোনও ধরনের বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে কর্মী-অফিসারদের ছুটি বাতিল করা হল।

বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার তরফে দেওয়া নির্দেশে বলা হয়েছে, রিজিওনাল ম্যানেজার, ডিভিশনাল ম্যানেজার, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, কাস্টমার কেয়ার কেন্দ্র, স্টেশন ম্যানেজাররা ভোটের দু'দিন আগে থেকে কেউ কর্মস্থল ছেড়ে যেতে পারবেন না। ভোটের পরের দিন পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থায় কর্মরত টেকনিশিয়ান এবং কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া গাড়িচালকদের সব সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩৩ কিংবা ১১ কেভি সাবস্টেশনগুলিতে এবং কাস্টমার সার্ভিস সেন্টারে লো-টেনশন এবং হাই-টেনশন মোবাইল ভ্যানগুলিকে সর্বক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট বা বড়, যে কোনও ধরনের সমস্যা দেখা দিলে, দ্রুত সমস্যা সমাধানের সব রকম ব্যবস্থা মজুত রাখতে বলা হয়েছে।

এই নির্দেশিকা প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “এসইডিসিএল নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ভোটের দিন পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর। ভোট ছাড়াও নানা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে একই অবস্থান নেয় তারা। এ বারও ভোট প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়, তেমন প্রস্তুতিই নেওয়া হয়েছে।”

জঘন্য ঘটনার সাক্ষী গুয়াহাটি, দিব্যাঙ্গ মা ও মেয়েকে দলবদ্ধ ধর্ষণ আট পিশাচের, গ্রেফতার চার

গুয়াহাটি, ৪ জুলাই (হি.স.) : আরও এক জঘন্য ঘটনার সাক্ষী হলো গুয়াহাটি মহানগর। জনৈক দিব্যাঙ্গ মা ও তাঁর মেয়েকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে আট নরপিশাচ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে চার অভিযুক্ত তথা ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড অমিত প্রধান এবং তার তিন সাঁকরেদ বিমল ছেত্রী, ছায়া প্রধান ও সন্ধিয়া সোনারকে পুলিশ গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে।

মানব সমাজকে লজ্জাবনতকারী ঘটনাটি গত ১৭ মে সংগঠিত হলেও কোনওভাবে আজ তা প্রকাশ্যে এসেছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ১৭ মে সাতগাঁওয়ের বাসিন্দা বছর ৬৫-এর দিব্যাঙ্গ মা ও তাঁর ২২ বছর বয়সি মেয়ের ঘরের দরজা ভেঙে আটজনের এক দল ঢুকে। ওই আটজন দলবদ্ধভাবে তাঁদের ধর্ষণের পর উভয়ের যৌনাঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটেয়ে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল। ধর্ষক দলের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন মা ও মেয়ে, দুজনেই।

পরের দিন স্থানীয়রা ৬৫ বছরের মা এবং ২২ বছর বয়সি মেয়েকে মুমূর্ষ অবস্থায় দেখে সাতগাঁও থানায় খবর দেন। স্থানীয়দের সহায়তায় সাতগাঁও পুলিশ মা-মেয়েকে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) নিয়ে আসে। জিএমসিএইচে চিকিৎসকের দল যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে উভয়ের চিকিৎসা করে তাঁদের সুস্থ করে তুলেন।

ঘটনা সম্পর্কে সাতগাঁও পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৫৬/২৯৮/৩৫৪/৩৫৪ (বি) ধারায় ৯২/২৩ নম্বরে এক মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। তদন্তের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত চার ধর্ষক তথা ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড অমিত প্রধান, বিমল ছেত্রী, ছায়া প্রধান এবং সন্ধিয়া সোনার গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে। এদিকে জিএমসিএইচের চিকিৎসা-প্রতিবেদনে ঘটনাকে এক দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ড বলে উল্লেখ করার পর পুলিশ মামলার সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ নম্বর ধারা যোগ করেছে।

এদিকে স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে, জনৈক অরুণ প্রধান নামের ৫৫ বছরের ব্যক্তির সঙ্গে ভুক্তভোগী ২২ বছর বয়সি বিবাহ বিচ্ছেদিত যুবতীর সঙ্গে ছিল অবৈধ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক মানতে পারেনি অরুণ প্রধানের ছেলে অমিত প্রধান (গ্রেফতারকৃত অভিযুক্ত)। তাই সে তার সাত সাঁকরেদকে সঙ্গে নিয়ে ১৭ মে রাতে ওই ঘটনা সংগঠিত করেছিল।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মূল অভিযুক্ত অমিত প্রধানকে তার অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে বাবা অরুণ প্রধান ভুক্তভোগী বিবাহ বিচ্ছেদিত যুবতীকে বিয়ে করে ফেলেন। এর পর এ সম্পর্কে এক শপতনামা তৈরি করে মামলা প্রত্যাহার করতে সাতগাঁও থানায় আবেদন জানায় বাবা অরুণ। কিন্তু দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলা রুজু হওয়ায় তা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে পুলিশ।

অন্যদিকে গোটা ঘটনা পুলিশ চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে একটি মহল থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ভুক্তভোগী এবং স্থানীয়দের ঘটনা সম্পর্কে মুখ না খুলতে নাকি পুলিশ হুমকি দিচ্ছে, এ ধরনের অভিযোগও উঠেছে। কেবল তা-ই নয়, সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলতে পারেন, এই সন্দেহ করে ভুক্তভোগী যুবতীকে নাকি প্রায় প্রতিদিন থানায় এনে পুলিশ বসিয়ে রাখে বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয় কয়েকজন।

নির্বাচনী হিংসা মানতে নারাজ রাজ্য পুলিশের প্রধান

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্ব এবং তার পরেও রাজ্যে বিক্ষিপ্ত হিংসার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এর দায় সংবাদমাধ্যমের ওপর টাপানোর চেষ্টা করলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি মনোজ মালবীয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে ‘ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখানো হচ্ছে’ বলে এদিন সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি।

আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। মনোনয়ন পর্ব থেকেই অশান্তি শুরু হয়েছে রাজ্যের একাধিক জায়গায়। এখনও তা অব্যাহত। মঙ্গলবার তিন রাজ্যের পুলিশ-প্রধান বৈঠকে বসেছিলেন। তার পরই সাংবাদিক বৈঠকে ওই মন্তব্য করেন মনোজ। বিরোধী-শাসকের সেই গন্ডগোলের আবহে দিন কয়েক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, পঞ্চায়েত ভোটে এত শান্তিপূর্ণ মনোনয়ন আগে রাজ্য দেখেনি। এ বার একই কথা শোনা গেল রাজ্য পুলিশের ডিজির মুখে। তিনি রাজ্যে হিংসার সমস্ত অভিযোগ কার্যত উড়িয়েই দিয়েছেন। উল্টে তিনি দায় ঠেলেছেন সংবাদমাধ্যমের উপর। ডিজি জানিয়েছেন, ছোট ছোট ঘটনাকেও সংবাদমাধ্যম এমন ভাবে দেখাচ্ছে, যা উচিত নয়। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের ডিজি অজয় কে সিংহ, বিহার পুলিশের ডিজি আরএস ভাট্টির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকে বসেন এ রাজ্যের ডিজি। সেই বৈঠকের পরেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিন রাজ্যের ডিজি। সেখানে পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার প্রসঙ্গ উঠলে বলেন,“ছোট ছোট ঘটনাকেও যদি মিডিয়া এমন দেখায় যে, বাংলায় এ রকম হচ্ছে, ও রকম হচ্ছে, এটা উচিত নয়।”

অনুব্রত মণ্ডলের মামলার এজলাস বদলের আরজি আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি স)। স্বচ্ছ রায় দিচ্ছেন না বিচারক। এই অভিযোগে বিচারক রঘুবীর সিংয়ের এজলাস থেকে অনুব্রত মণ্ডলের মামলা সরানোর আরজি করলেন তাঁর আইনজীবী। তাঁর কথায়, পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন বিচারক।

অনুব্রত মণ্ডলের মামলার এজলাস পরিবর্তনের জন্য আগেই আবেদন করেছিলেন আইনজীবী সম্পৃক্তা ঘোষাল। মঙ্গলবার রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে অরুন ভরদ্বাজের বেঞ্চে সেই আবেদনের শুনানি ছিল। এদিন সেখানে অনুব্রত মণ্ডল, সুকন্যা মণ্ডল, সায়গল হোসেনের আইনজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এজলাস বদল চান কি না, তা জানতে চাওয়া হয় আদালতের তরফে।

উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে অশান্তি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভে শামিল পড়ুয়াদের একাংশ। মঙ্গলবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ, ৬৩ দিন ধরে তারা উপাচার্যের দাবিতে সরব। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সেই কারণে এ বার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, প্রায় আট মাস ধরে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ফাঁকা। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজ আটকে রয়েছে।

এই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছেন রেজিস্ট্রার। কিন্তু তাঁর কাছে গেলেই শুনতে হচ্ছে, “উপাচার্য নেই। এখন কাজ হবে না।” উপাচার্য কবে আসবেন? মিলছে না সেই প্রশ্নের উত্তরও। এর ফলে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বহু পড়ুয়া। প্রজেক্ট জমা থেকে শুরু করে বিদেশযাত্রার সার্টিফিকেট, স্কলারশিপ কোনও কাজই এগোচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে।

রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে স্থায়ী উপাচার্য নেই। উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। রাজ্য রাজভবন সংঘাতে তাই ঝুলেই রয়েছে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ভুগতে হচ্ছে।আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাস আপাতত বন্ধ করে দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা। আগামী দিনে তালতলা ক্যাম্পাস এবং নিউ টাউন ক্যাম্পাসেও তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে এই মুহূর্তে অফিসের কাজকর্ম চললেও ক্লাস বন্ধ ছিল। ১০ তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। পাশাপাশি চলছে ভর্তির প্রক্রিয়াও। ছাত্রবিক্ষোভের জেরে সেই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ছাত্রেরাও অনড়। উপাচার্য নিয়োগ না করা হলে তাঁরা ক্যাম্পাস খুলতে দেবেন না বলে জানিয়েছেন।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বলেন, “আমরা রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। এ দিকে, উপাচার্য না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। কেউ প্রজেক্ট জমা দিতে পারছেন না। কারও বিদেশযাত্রা আটকে আছে। আমাদের ইসলামিক স্টাডিজের কয়েক জন ছাত্র প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিএডে বসতে পারছেন না। আমরা গত ৬৩ দিন ধরে উপাচার্য নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছি। কোনও সুরাহা না হওয়ায় সোমবার থেকে ছাত্রেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক বন্ধ করে দিয়েছেন। উপাচার্য না থাকায় সব কাজ যখন আটকে যাচ্ছে, তা হলে আর ক্যাম্পাস খুলে লাভ কী?”

বিদেশে বসে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন, কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। পঞ্চায়েত ভোটে দোষী তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন পর্বের যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, দায়িত্বপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সৌদি আরবে বসে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি অমৃতা সিংহের মন্তব্য, “এত বড় অভিযোগ আদালতে না এলে কী হত? বিদেশে থাকা প্রার্থীর মনোনয়ন গণ্য হয়ে যেত। তখন কী করত কমিশন?”

আদালত বলে এটি তদন্তযোগ্য অপরাধ। কোন সংস্থা তদন্ত করবে পরবর্তী সময়ে আদালত সেই নির্দেশ দেবে। আগামী ১৯ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, “দেশের বাইরে থেকে এমন ঘটনা হয়েছে। তা হলে দেশের মধ্যে থেকে মনোনয়নে আরও কত কী হয়েছে।” তিনি জানান, আদালত এমন বিষয় নিয়ে চিন্তিত। এ ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। পাশাপাশি এই ঘটনায় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত।

মিনাখাঁর কুমারজোলর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রার্থী মোহারুদ্দিন গাজি গত ৪ জুন সৌদি আরবে যান। ১৬ জুলাই তাঁর রাজ্যে ফেরার কথা। কিন্তু প্রার্থী অনুপস্থিত হলেও তাঁর মনোনয়নপত্র ঠিক জমা পড়ে যায়। সৌদি আরবে থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে মিনাখাঁয় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মোহারুদ্দিন, এই প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা।

এ নিয়ে টুইট করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পরে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিপিএম। মামলাকারীর আইনজীবী সলোনি ভট্টাচার্য ও শামীম আহমেদ অভিযোগ করেন, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং পঞ্চায়েতের রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে যোগসাজশ না থাকলে প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সম্ভব ছিল না। এর পর কত তারিখ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা পড়ল, কবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তাঁর নাম আপলোড হল, এই সংক্রান্ত তথ্য হাই কোর্টে জানানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি সিংহ। পাশাপাশি অভিবাসন দফতরকেও এই মামলায় পার্টি করার নির্দেশও দেওয়া হয়। এর পর ওই তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নও বাতিল করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

মঙ্গলবার আদালত বলে, অভিযোগ খতিয়ে দেখে তার সত্যতাসত্য খুঁজে বার করা হয়েছে। অভিযোগ সত্য বলেই তা জানার পরে মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। এমনকি, দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী জানান, এটা একটি সংগঠিত অপরাধ। দেশের বাইরে রয়েছেন প্রার্থী। তদন্তের স্বার্থে সিবিআই ইন্টারপোলের সাহায্য চাইতে পারে। এই বৃহত্তর ষড়যন্ত্র খোঁজার জন্য তদন্ত জরুরি।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি তুলে নিল লরেটো কলেজ কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। বিতর্ক এবং দীর্ঘ সমালোচনার পর অবশেষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি তুলে নিল লরেটো কলেজ কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, ভর্তি সংক্রান্ত বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখায় একটি গোষ্ঠী। শুধুমাত্র ইংরেজি মাধ্যমের পড়ুয়াদের ভর্তি হতে পারবেন কলেজে। কোনও বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়ারা ভর্তি হতে পারবেন না বলে বিজ্ঞপ্তি গতকাল একটি জারি হয় লরেটো কলেজের তরফে। জারি হওয়া সেই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে সোমবার থেকেই শুরু হয় বিতর্ক।

মঙ্গলবার কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে আরও একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় সেই কথা। সেই সঙ্গে বাংলার মানুষের আবেগে আঘাত করার জন্য জনগণের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমাও চেয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

অনেকে অভিযোগ করেন, বাংলা ভাষার ব্যাপারে ওই বিজ্ঞপ্তি আসলে বাংলার অপমান। বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়ারা যদি লরেটো কলেজে ভর্তি হতে না পারে তাহলে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হোক, বাতিল হোক অনুমোদন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফেও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়।

এদিনের প্রকাশিত বিজ্ঞপিতে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়, সম্প্রতি ভর্তি নিয়ে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। এর জন্য লরেটো কলেজ, কলকাতা, বাংলার জনগণের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান ১০০ বছরেরও বেশি সময়ই ধরে সেবা এবং সর্বাত্মক শিক্ষার সমৃদ্ধ করে এসেছি। আগামী দিনেও বাংলার সেবা করার জন্য আমরা নিজেদেরকে পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি।

জনসভায় শুভেন্দুর টোপ ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’, পাল্লা তৃণমূলের সঙ্গে

নদিয়া, ৪ জুলাই (হি স)। রাজ্য সরকারের প্রকল্প ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে। বিজেপি-র প্রতিশ্রুতি, রাজ্যে তারা ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের অঙ্ক ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করা হবে।

শুভেন্দুবাবু ইদানীং পঞ্চায়েতের প্রচারে বেরিয়ে বিভিন্ন সভায় তুলে ধরছেন ‘লক্ষ্মীর ভান্ডারে’র কথা। সোমবার ধূপগুড়িতে তিনি বলেছেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্পের টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মঙ্গলবার নদিয়ার সমাবেশেও জানিয়েছেন ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ নিয়ে বিজেপি-র আগ্রহের কথা।

একই কথা বলতে শোনা গিয়েছে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকেও।

যে ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’কে এত দিন বিজেপি ‘খয়রাতির রাজনীতি’ বলত সেই প্রকল্পকেই এ বার তারা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসায় কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল।

রাজনীতির বৃত্তে ঘোরাফেরা করেন যাঁরা, তাঁদের একাংশের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী গত ১২ বছরের শাসনকালে একাধিক সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের সূচনা করেছেন। কিন্তু ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ বাংলায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত তৈরি করেছে, তা কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষেই ‘এড়িয়ে যাওয়া’ সম্ভব নয়। তাই যে বিজেপি বছরখানেক আগে পর্যন্ত তৃণমূল ও রাজ্য সরকারকে ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ নিয়ে আক্রমণ শানাত, তাদেরই এখন ক্ষমতায় এলে ‘লক্ষ্মীর ভান্ডারে’র অনুদান ২০০০ টাকা করার বার্তা দিতে হচ্ছে। আর এই বিষয়টিকেই তুলে ধরে এ বারের পঞ্চায়েত ভোটে সবচেয়ে বেশি প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব।

”রাজভবনকে অপবিত্র করছেন রাজ্যপাল, গঙ্গাজলে ধোয়া উচিত’, ফের বিতর্কিত মন্তব্য মদনের

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই (হি স)। “১১ তারিখের টিকিট কেটে রাখুন। তারপর আর অ্যালাউ করব না।” মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ পৌঁছেই রাজ্যপালকে একহাত নেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র।

ফের রাজ্যপালকে বেনজির আক্রমণ। আবারও বিতর্কে জড়ালেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। বললেন, রাজভবনকে অপবিত্র করছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এখানেই শেষ নয়, হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল-রাজ্যের দ্বন্দ্ব ক্রমশ বাড়ছে। রাজ্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন রাজ্যপাল। পালটা দিতে ছাড়ছে না তৃণমূল।। অশান্ত এলাকা পরিদর্শন নিয়ে মদনবাবু বলেন, “১১ তারিখ পর্যন্ত যেখানে খুশি যেতে পারেন। ওটা ওনার ব্যাপার। তবে ১১ তারিখের টিকিট কেটে রাখুন। তারপর আর অ্যালাউ করব না। মণিপুরে তো রাস্তায় রাস্তায় লাশ, সেখানে যেতে পারছেন না? উনি নিজে হিংসা ছড়াচ্ছেন।”

এদিনই মদনবাবু বলেন, “রাজভবন অপবিত্র করছেন রাজ্যপাল। আমাদের উচিৎ ভোটের ফলপ্রকাশের পর কর্পোরেশনের পাইপ নিয়ে গিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে রাজভবন পরিস্কার করা।” এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই তুঙ্গে বিতর্ক।

কথায় ভুলিয়ে, চোখে স্প্রে করে সাধু বেশে ছিনতাই নিউ আলিপুরে

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। মঙ্গলবার অফিসে যাওয়ার মুখে ছিনতাইবাজদের কবলে পড়ে
সোনার হার খোয়ালেন নিউ আলিপুরের বাসিন্দা অনির্বাণ দাস।

বেরিয়ে যে এমন ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে, তা স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবতে পারেননি। বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরে ভক্তি রাখলে হয়তো প্রতিদিনের মধ্যবিত্ত জীবনে কিছুটা উন্নতি হতে পারে। সেই আশা নিয়েই এবার প্রতারণার শিকার হলেন ওই যুবক।

সূত্র খবর, মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ অফিসে যাচ্ছিলেন নিউ আলিপুরের বাসিন্দা অনির্বাণ দাস। অভিযোগ সেই সময় বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎই দেখেন ৪-৫ জন সাধু একটি বালতি করে দেব-দেবীর ছবি নিয়ে তাঁর কাছে এসে দক্ষিণা চায়। তিনি দক্ষিণা বাবদ ১১ টাকা দেন তাঁদের কাছে। এরপর টাকা দেওয়ার ফাঁকেই অভিযোগকারীকে সোনার চেন দেব-দেবীর ছবিতে ঠেকাতে বলে।

এরপর অভিযোগকারী মাথা ঝোঁকাতেই তাঁর চোখে-মুখে কিছু স্প্রে করে দেওয়া হয়। চোখে অন্ধকার দেখেন অভিযোগকারী।

ভোটের লড়াই থেকে ছিটকে গেলেন ৮২ জন আইএসএফ প্রার্থী

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের। ভোটের লড়াই থেকে ছিটকে গেলেন ৮২ জন আইএসএফ প্রার্থী। ১৫ দিন পর ফের এই মামলার শুনানি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের শেষদিনে হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, বিরোধী প্রার্থীদের নিরাপত্তা দিয়ে মনোনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ভাঙড়ে দুপুরের পর অশান্তি ছড়ায়। বোমাবাজি হয়। গুলি চলে। প্রাণ যায় তিনজনের। ফলে বহু প্রার্থী সময়ের মধ্যে মনোনয়ন কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেননি।

আবার অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের পরিবেশের জেরে মনোনয়ন পেশ করতে পারেনি। অভিযোগ রয়েছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্ক্রুটিনিতেও কোনও সমস্যা হয়নি। আচমকা স্ক্রুটিনির পর কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে বাদ যায় তাঁদের নাম। এর পরই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন ভাঙড়ের বাম ও আইএসএফ প্রার্থীরা।

সেই মামলায় হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে হবে কমিশনকে। অভিযোগ বৈধ হলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়ার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেন বিচারপতি।

তবে আদালতে এই আবেদন গ্রহণের বিরোধিতা করেছিল কমিশন ও রাজ্য। সেই মামলার শুনানিতে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, এখনই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না আইএসএফের ওই প্রার্থীরা। সিঙ্গল বেঞ্চ মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছিল আপাতত তা স্থগিত থাকবে। ১৫ দিন পরে মামলাটির আবার শুনানি হবে।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

কথোপকথন

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

-- কি গো কচুর লতিকাটা কেমন হয়েছে বললে না তো !

-- ওঃ ! মারভেলাস। দারুন হয়েছে, যেন রয়্যাল ডিস ! শুনেছি সম্রাট আকবর নাকি সজনে ডাটার আচার খুব পছন্দ করতেন। আবুল ফজল বিরচিত আইনি আকবরি কিতাবে তা মুদ্রিত আছে। কিন্তু আমি বলবো তাঁর দুর্ভাগ্য যে তোমার হাতের রান্না সে খাননি। তিনি যদি একবার খেতেন তাহলে আমি স্থির নিশ্চিত সেই যুগে আমার তাহলে পাঁচ হাজার মনসবদারির চাকরিটাও জুটে যেত। তাহলে ইদানীং কালে আমাকে আর ছা-পোষা কেরানি হয়ে দিন যাপন করতে হতো না। কাঠ ফাটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ডি.এ.-এর জন্যে ধরণাও দিতে হতো না। কপাল গুণে হয়তো বা দশম রত্ন খেতাবটাও পেয়ে যেতাম।

-- নোলাখানাটা ভগবানের ইচ্ছায় তো বেশ বড়ই আছে !

-- তা যা বলেছ, একেবারে মোক্ষম খাঁটি কথা ! নো ভেজাল এট অল। অবশ্য সবই তোমারই দয়ায় গিন্নি। মা মারা যাওয়ার পর থেকে তুমিই আমার ধ্যান জ্ঞান সবকিছু। আমিও একেক সময় ভাবি সেই কথা। এই একটি মাত্র গুণে ভূষিত করে কেন যে তিনি আমাকে গৌরাঙ্গঁ নামে এই ধরাতলে ডেকে পাঠালেন কে জানে ! অবশ্য ঘটন অঘটন পটিয়সী সবই তিনি। তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু। তা না হলে এতদিনে আমি নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় শ্রীগৌরাঙ্গঁ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারতাম ! ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে আমার নামের পাশে তোমার নামও চিরউজ্জল হয়ে থাকতো বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মতো। অথচ দেখ, এখন তুমি সামান্যা এক নারী মাত্র ! ইতিহাসের পাতায় তোমার কোন পরিচয়ই থাকবে না। কথায় বলে না — 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র', এও ঠিক তাই।

-- তুমি কেবল কথার সাগর !

-- এই খেতাবটাও তো কেউ দিচ্ছে না, কতই তো লিখছি। অথচ কীমাশ্চর্যমহাত্মা আর এপাং, ওপাং, ঝপাং লিখে ইদানীং কালে কেউ আবার বাংলা এ্যাকাডেমি এ্যাওয়ার্ডও পেয়ে গেলেন।

লাল মুক্তঝুরি ফুলের চাষ পদ্ধতি

লাল মুক্তঝুরি ভারত উপমহাদেশীয় উদ্ভিদ। অন্য নাম মুক্তবর্ষী। তবে অঞ্চলভেদে আমাদের দেশে এ ফুলকে অনেকে মালা ফুল নামে চিনেন, এর কারণ ফুটন্ত ফুল দেখতে মালার মতো দেখায় বলে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অপধযুঢ়যধ নামে পরিচিত। হিন্দিতে একে কুপ্পী বলে অভিহিত করা হয়। ভারত উপমহাদেশের সমতল ভূমিতে লাল মুক্তঝুরি গাছের দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের দেশেও রয়েছে এ ফুলের ব্যাপক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাগান, খোলা মাঠ, রাস্তার ধার, পতিত জমি, বন-জঙ্গলের ধার, পাহাড়ি এলাকা এবং বাড়ির আশপাশে এর দেখা মেলে। এ ফুলের ক্ষেত্রে বেশি পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এর রোগবালাই আক্রমণ কম হয়। প্রায় সব ধরনের মাটি ও রৌদ্রোজ্জ্বল থেকে হাল্কা ছায়াযুক্ত স্থান এবং ভেজা থেকে স্যাঁতসেঁতে স্থানেও এ ফুল গাছ জন্মে। গাছের গড় উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গাছের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো। এর কান্ড ও শাখা-প্রশাখা খুব বেশি শক্তমানের নয়। এর ডিম্বাকৃতির পাতা লম্বায় ৩ থেকে ৮ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, রং সবুজ, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় পাতার চেয়ে পাতার বোঁটা লম্বা। পত্র কক্ষ থেকে লম্বা মঞ্জুরিতে ফুল ধরে এবং ফুল নিচ দিকে ঝুলে থাকে। এর মঞ্জুরি লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। রং টকটকে লাল। ফুল ফোটার মরশুম প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তবে প্রায় সারা বছরই ফুল ফুটে। ফুল গন্ধহীন। ফুল ফুটন্ত মুক্তঝুরি গাছের সৌন্দর্য মনোরম। ফুল শেষে গাছে বীজ হয়। বীজ আকারে ক্ষুদ্রাকৃতির। বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। মুক্তঝুরির রয়েছে ভেষজ নানা রকম গুণাগুণ। এর পাতা, শিকড়, মূল ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এর গাছে যখন ফুল ফোটে তখন ওষুধের কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়। ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, নিউমনিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, ত্বকের ফোঁড়া সারাতে এবং বাত ব্যথায় বেশ উপকারী।

স্কুলে ভর্তি করার আগে খুদেকে কী কী শেখাতেই হবে ?

সরস্বতী পুজোয় স্লেট-চক হাতে যেই না হাতেখড়ি হল, অমনি কাঁধে বইয়ের বোঝা চেপে বসল। হাতেখড়ি হওয়ার পর থেকেই অভিভাবকেরা সন্তানের জন্য ভাল স্কুল খুঁজতে শুরু করে দেন। তবে প্রথমে "কিন্ডারগার্টেন" বা "প্লে স্কুল" দিয়েই নিয়মিত বাড়ির বাইরে থাকার অভ্যাস করাতে হয় শিশুদের। শুরুর দিকে বেশ কিছু ক্ষণ মা-বাবাকে দেখতে না পেলে কান্নাকাটিও করে শিশুরা।

তবে ধীরে ধীরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। বাড়ির বাইরে স্কুলই তখন হয়ে ওঠে বাচ্চাদের বৃহত্তর পরিবার। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, কাছের মানুষদের ছেড়ে অন্য পরিবেশে, বৃহত্তর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শিশুরা যাতে মানিয়ে চলতে পারে, তাই স্কুলে যাওয়ার আগেই তার পাঠ দিতে হবে শিশুকে।

অন্য শিশুদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে কোন কোন জিনিস শেখাবেন শিশুকে?

১) ভাগ করে নেওয়া

চকোলেট হোক বা পড়ার বই, প্রয়োজনে পাশে থাকা বন্ধুটির সঙ্গে ভাগ করে নিতে শেখান সন্তানকে। পাশাপাশি নিজের আবেগ, অনুভূতি, চাহিদাও প্রকাশ করতে শেখান শিশুকে।

২) গায়ে হাত না তোলা

প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরিসর রয়েছে। সেই পরিসরকে সম্মান করতে শেখাতে হবে। কোনও কথা সেই বন্ধুটি বলতে না চাইলে, তাকে জোর করা উচিত নয়। সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হলেও মজা করে তার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা যায় না, এই সব বিষয়ে সন্তানকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

৩) চটপট শিখে নেওয়া

স্কুলে গিয়ে অন্য বন্ধুদের মতো চটপট করে সব বিষয় অনুধাবন করতে না পারলে অনেক সময়ে শিশুর মনে হীনম্মন্যতা দেখা দিতে পারে। তাই স্কুলে যাওয়ার আগে থেকেই শুধু মুখস্থ না করে যে কোনও বিষয়কে মন দিয়ে বুঝতে বা আত্মস্থ করতে শেখান।

৪) শ্রদ্ধা করা মা-বাবা বা পরিবারের অন্য সকলের মতো স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা করতে শেখান ছোট থেকেই। এমন কোনও কথা, যা সম্মানজনক নয়, সন্তানের সামনে সেগুলি ব্যবহার করা থেকে নিজেরাও বিরত থাকুন। ৫) দায়িত্ব নিতে শেখা বাড়ি থেকেই সন্তানকে ছোট ছোট দায়িত্ব নেওয়ার পাঠ দিন। নিজে হাতে খাবার খাওয়া, নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখা, মল-মূত্র ত্যাগ করার পর পরিষ্কার করার মতো কাজ যেন সে কারও সাহায্য ছাড়াই করতে পারে, তা বাড়ি থেকেই অভ্যাস করান।

সচল থাকতে দড়িলাফ

এই ঘরবন্দী সময়েও আমাদের শরীর রাখতে হবে সচল আর সক্রিয়। তাহলে থাকব সুস্থ আর দেহের প্রতিরোধ থাকবে চাঙা। ঘরে থেকে এই সময়ে খুব ভালো ব্যায়াম স্কিপিং, মানে দড়িলাফ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, স্কিপিং চমৎকার ওয়ার্ক আউট (ব্যায়াম)। ২০ মিনিট স্কিপিং করলে ঘাম ঝরবে। সেই সঙ্গে শরীরের হবে চমৎকার কার্ডিও ওয়ার্কআউট। মন হবে চাঙা। দড়িলাফে মেলে চটজলদি শক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ব্যায়াম বিশেষজ্ঞরা এটাকে বলেন সম্পূর্ণ শরীরচর্চা। এতে হাত, পা ও পেটের সব পেশির ব্যায়াম হয়। বাড়ায় পেশির বল, শক্তি আর সহ্যক্ষমতা।

দড়িলাফের সঠিক কৌশল বলেছেন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ টিম হ্যাফট। তাঁর পরামর্শ হলো

খুব উঁচুতে লাফ দেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর জন্য কবজি ব্যবহার করুন, বাহু নয়।

তড়িঘড়ি নয়, ধীরেসুস্থে স্কিপিং করুন।

দড়ি যখন ফিরে আসবে, তখন পায়ের কাছে হাত টান টান করবেন না, কনুই বাঁকা করবেন না। দুটো হাত সমানভাবে নিয়ে লাফান। কেবল একটি হাতে চাপ নেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর সময় হাত যেন থাকে হিপের সামনে।

দড়ি যেন খুব লম্বা বা ছোট না হয়, বগল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হবে।

ধীরে শুরু করুন, এরপর গতি বাড়ান।

এভাবে দড়িলাফ দিলে মিলবে সুফল। শরীরেও বাড়তি চাপ পড়বে না এক দিনে। নিয়মিত এই ব্যায়াম চালিয়ে যান। শরীর থাকবে চনমনে।

কোন খাবার নিয়মিত খেলে হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি কমবে ?

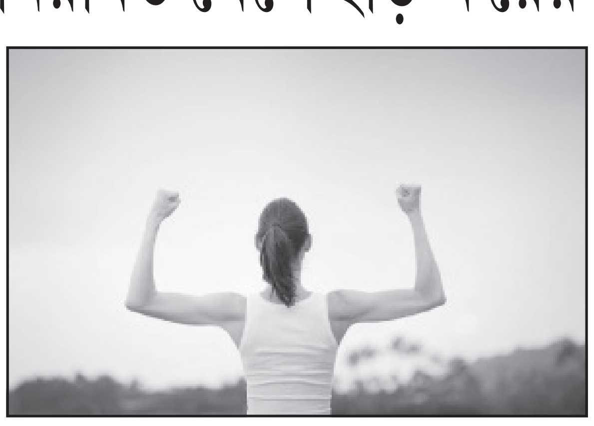

হাড়ের খেয়াল রাখা সহজ নয়। অত্যধিক পরিশ্রম, অনিয়ম, স্বাস্থ্যকর খাবার না খাওয়া, শরীরচর্চার অভাব কম বয়সেই হাড়ের নানা অসুখ ডেকে আনে। সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য হাড় মজবুত এবং শক্তিশালী হওয়া জরুরি। ব্যস্ততম জীবনে ছুটে বেড়ানোই কাজ। সব সময়ে চাঙ্গা থাকতে হয়। নিজেকে চনমনে রাখতে শুধু ওজন কমালেই হবে না, যত্ন নিতে হবে হাড় এবং পেশিরও।

হাড়ের যত্নআত্তিতে খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্যগুণ উপাদান সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া জরুরি। তবে অনেকেরই মনে হয়, মাছ, মাংস, ডিম হল একমাত্র স্বাস্থ্যকর খাবার। যত পুষ্টিগুণ সব আমিষ খাবারেই রয়েছে। তা কিন্তু নয়। নিরামিষ খাবারেও স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। হাড়ের যত্ন নিতে পারে, রইল এমন কয়েকটি নিরামিষ খাবারের খোঁজ।

হাড়ের খেয়াল রাখতে প্রতিদিন টক দই খান।

সবুজ শাকসব্জি পালং, পুঁই, সর্ষের মতো বেশ কিছু শাক বাঙালি হেঁশেলে রান্না হয়েই থাকে। এই গোত্রের শাকপাতা হাড়ের জন্য বেশ ভাল। এগুলিতে ভরপুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম রয়েছে, যা হাড় শক্তিশালী করে।

টক দই ক্যালশিয়ামের গুণে ভাল থাকে হাড়। টক দইয়ে রয়েছে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফেরাস, ভিটামিন বি১২-এর মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। হাড় শক্তিশালী করতে নিয়ম করে টক দই খাওয়া জরুরি।

সাইট্রাসজাতীয় ফল

আঙুর, কমলালেবু, আনারসের মতো সাইট্রাস জাতীয় ফল হাড়ের যত্ন নেয়। এই ফলে ক্যালশিয়াম ছাড়াও ভিটামিন সি, ফাইবারের মতো উপাদান রয়েছে। যা হাড়ের ক্ষয় রোধ করে। হাড় ও পেশি শক্তিশালী রাখতে টকজাতীয় ফল খুবই উপকারী।

কাঠবাদাম প্রোটিনের উত হল কাঠবাদাম। হাড় ভাল রাখতে শুধু ক্যালশিয়াম নয়, প্রোটিনও অপরিহার্য। তবে কাঠবাদামে প্রোটিন ছাড়াও রয়েছে ক্যালশিয়াম এবং পটাশিয়াম। এই উপাদানগুলি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে হাড়ক্ষয়ের ঝুঁকি কমে।

ড্রাই ফ্রুটস আখরোট, কাজু, কিশমিশ, কাঠবাদাম নিয়ম করে খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়, শরীর চাঙ্গা থাকে তো বটেই, সেই সঙ্গে হাড়ও মজবুত হয়। হাড় ভাল রাখতে ড্রাই ফ্রুটস নিয়ম করে খেতে পারেন। ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে এতে। রোজ খেলে অবশ্যই সুফল পাবেন।

বর্ষায় ত্বকে ঔজ্জ্বল্য আনতে পারে বেসন

ত্বকের হাজার সমস্যা। কারও ব্রণ ভরে যাচ্ছে মুখে, কেউ আবার র্যাশের সমস্যায় অতিষ্ঠ। কমবয়সি তরুণী থেকে মধ্যবয়সি কমবেশি সকলেরই ত্বকের কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছেই। অনেকেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ভরসা রাখেন বাজারচলতি প্রসাধনীর উপর। তাতে আদৌ কি কোনও লাভ হয়? প্রসাধনী ত্বকের সাময়িক খেয়াল রাখলেও দীর্ঘ স্থায়ী কোনও সমাধান হয় না।

সেক্ষেত্রে ভরসা রাখতে পারেন ঘরোয়া টোটকার উপর। বেসন ত্বকের যত্নে দারুণ উপকারী। নিয়ম করে বেসনের প্যাক মাখলে বহু উপকারও মেলে। কোন ধরনেক ত্বকের জন্য কী প্যাক ব্যবহার করতে পারেন? বলিরেখা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে বলিরেখা পড়তে থাকে। দাগছোপ, বলিরেখা সৌন্দর্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে ত্বকের খেয়াল রাখতে ভরসা রাখতে পারেন বেসনের ফেস প্যাকের উপর। ২ চামচ বেসন, ১টি পাকা টম্যাটো একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিন। ১০ মিনিট রাখার পর ধুয়ে ফেলতে পারেন। উপকার পাবেন।

শুষ্ক ত্বকের জন্য ত্বক রুক্ষ হয়ে গেলে সমস্যা আরও বেশি করে দেখা যায়। তাই শুষ্ক ত্বক মসৃণ করতে ব্যবহার করতে পারেন বেসন আর কলার ফেস প্যাক। বেসন এবমং কলা একসঙ্গে মিক্সিতে ঘোরানোর পর যে মিশ্রণটি তৈরি হল, সেটি ত্বকে মেখে কিছু ক্ষণ রাখুন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। মেচেতা বলিরেখার পাশাপাশি মেচেতার বড় সমস্যা। কমবয়সেও এই ধরনের দাগছোপ পড়ে যেতে পারে। তাই আগে থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। একটি পাত্রে ১ টেবিল চামচ বেসন, ২ টেবিল চামচ লেবুর রস, অল্প দই, এক চিমটে হলুদ একসঙ্গে নিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। সেটি ত্বকে কিছু ক্ষণ রাখুন। উপকার পাবেন।

ডায়াবিটিস আছে বলে রোজ সন্ধ্যায় শুকনো মুড়ি খান ?

ডায়াবিটিস হলে অনেক কিছুই খাওয়া যায় না। খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানলে তবেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় শর্করার মাত্রা। চাইলে সব খাবার খাওয়া যায় না মানে কিন্তু উপোস করে থাকা নয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সঠিক পরিমাণে না খেলে আবার শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সকাল এবং রাতে খাবারের রুটিন বানিয়ে নিলেও ডায়াবেটিকরা অনেক সময়ে বুঝতে পারেন না সন্ধ্যাবেলায় কী খাবেন। কারণ সন্ধ্যা হলেই টুকটাক, মুখরোচক কিছু খাবার খেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ডায়াবিটিস হলে এ ধরনের খাবার একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়। সে ক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে কোন খাবারগুলি নির্ভয়ে খেতে পারেন ডায়াবেটিকরা?

রায়তা অনেক ক্ষণ পেটও ভর্তি থাকবে। আবার রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। শসা, ধনেপাতা এবং দই দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারবেন রায়তা। এতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই)-এর মাত্রা খুবই কম। নিয়ম করে রায়তা খেলেও উপকার পাবেন।

উপমা

সুজি, নানা রকম মরসুমি সব্জি দিয়ে তৈরি এই খাবার বেশ স্বাস্থ্যকর। ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য উপমা খুবই উপকারী। শুধু সন্ধ্যায় কেন, সকালের টিফিনেও ডায়াবেটিকরা খেতে পারেন উপমা। ভাল করে রাঁধলে উপমাও কিন্তু দারুণ খেতে হয়।

বেকড নিমকি

ডায়াবিটিস হয়েছে মানেই মুখরোচক খাবার থেকে দূরে থাকতে হবে, তার কিন্তু কোনও মানে নেই। বরং বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন বেকড নিমকি। বেক করা খাবারে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অর্থাত জিআই-এর পরিমাণ সত্যিই অনেক কম থাকে। ফলে নিমকি যদি বেক করে খান সে ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে বেকড হলেও এক বার নিমকি খাওয়ার আগে যদি চিকিতকের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন, ভাল হয়। ছোলা ভাজা রক্ত শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ছোলা উপকারী। ডায়াবিটিস হলে সন্ধ্যার জলখাবারে রাখতে পারেন ছোলা। বাইরের প্যাকেটজাত ছোলা ভাজায় অনেক সময়ে মশলা দেওয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে কাঁচা ছোলা কিনে বাড়িতেই ভেজে নিতে পারেন।

কন্ডিশনার বা সিরাম ছাড়াই রুক্ষ চুলের জট ছাড়ান

রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকায় কোনও এক বার পুষ্টিবিদের পরামর্শ শুনে ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসি খেতে শুরু করেছিলেন। তার পর নিয়মিত আর খাওয়া হয়নি। পড়ে থেকে কেমন একটা তেলচিটে গন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমনই গন্ধ যে, কোনও ভাবেই তা খাওয়া যায় না। কিন্তু এত দামি তিসি ফেলে দিতেও গায়ে লাগছে। তাই বন্ধুর পরামর্শ শুনে তা মাথায় মাখতে শুরু করেছেন। অনেকেই বলেন চুল ঝরা কমাতে, চুলের ফলিকলগুলিকে মজবুত করে তুলতে তিসি দারুণ কাজ করে। কিন্তু তিসিতে এমন কী আছে, যার জন্য চুলের এত উপকার হতে পারে?

তিসিতে এমন কী কী আছে?

১) তিসিতে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মাছের মধ্যেও থাকে। তবে তা ফ্ল্যাক্সসিডের থেকে কিছুটা হলেও আলাদা। উদ্ভিজ্জ আলফা-লিনোলেনিক অ্যাসিড চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে।

২) ভিটামিন বি-র প্রাকৃতিক উত হল তিসি। চুল মজবুত করতে এবং চুলের জেল্লা ধরে রাখতে ভিটামিন বি-র যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

৩) চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার করেন অনেকে। তবে ভিটামিন ই-র প্রাকৃতিক উত হল তিসি। চুলের জেল্লা ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে এই ভিটামিন ই।

চুল ভাল রাখতে ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসি কী ভাবে সাহায্য করে?

যে কোনও ধরনের উদ্ভিজ্জ তেল চুলের কিউটিকল সুরক্ষিত রাখে। ফলে চুল ঝরে পড়া অনেকটাই কমে যায়। রুক্ষ, সূক্ষ্ম চুলের যত্নেও ফ্ল্যাক্সসিড বেশ কার্যকর। বার বার সালোঁয় গিয়ে স্পা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তাঁরা ফ্ল্যাক্সসিড জলে ফুটিয়ে সেই জেল চুল এবং মাথার ত্বকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চুলের সমস্যা দূর করতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন তিসি?

তিসি গুঁড়ো করে বিভিন্ন খাবারে, স্মুদিতে মিশিয়ে খেতে পারলেও চুলের জন্য তা এই ভাবে ব্যবহার করা যায় না। বরং যে কোনও তেলের মধ্যে তিসি ফুটিয়ে ব্যবহার করা যায়।

আবার অনেকেই রান্নায় সর্ষে বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেলের বদলে তিসির তেল ব্যবহার করেন। তা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপকারী।

শ্যাম্পু করার পর রাসায়নিক দেওয়া কন্ডিশনার ব্যবহার করতে চান না অনেকেই। চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে কন্ডিশনারের বদলে তিসি ফোটানো জল বা ঘন জেল ব্যবহার করাই যায়।

এখন বাজারে বিভিন্ন সংস্থার তিসির তেল দেওয়া ক্যাপসুল পাওয়া যায়। চিকিতকের পরামর্শ অনুযায়ী তা-ও খাওয়া যেতে পারে।

চোখের চারপাশের কালচে দাগ হওয়ার কারণ

বয়স: 'ডার্ক সার্কেল' হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল বয়স। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চামড়া পাতলা হতে থাকে। আর একারণেই ত্বকের নিচের রক্তনালী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়। চোখের ওপর চাপ বৃদ্ধি: 'স্ক্রিন টাইম' অর্থাৎ মোবাইল ও কম্পিউটারের স্ক্রিনে বেশি সময় কাটানো চোখের ওপর চাপ বাড়ায়। ফলে চোখের চারপাশের রক্তনালী বড় হয়ে ওঠে। আর কালোভাব দেখা দেয়।

জল শূন্যতা: চোখের চারপাশের কালচেভাব সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল জল শূন্যতা। শরীরে পর্যাপ্ত জলের অভাবে ত্বক মলিন ও কালচে হয়ে পড়ে।

'ডার্ক সারকেল' দূর করার ঘরোয়া উপায়

ঠাণ্ডা চাপ: রক্তনালী বিস্তৃত হওয়ার কারণে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়। তাই, চোখে ঠাণ্ডা চাপ প্রয়োগ করা কালচেভাব দূর করতে সহায়তা করে।

শসা: শসা পাতলা করে কেটে নিন কিংবা মিহি কুচি করে রেফ্রিজারেইটরে ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা করে নিন। ঠান্ডা শসা আক্রান্ত স্থানে রেখে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। দিনে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। ভিটামিন ই ও কাঠ বাদামের তেল: সমপরিমাণ কাঠ বাদামের তেল ও ভিটামিন ই মিশিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে 'ডার্ক সার্কেলে' মালিশ করুন। সকালে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ব্যবহার করুন।

টি ব্যাগ: দুটি টি ব্যাগ গরম জলেতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। এরপর তা চোখের ওপরে রেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন ও ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে কালচেভাব দূর হবে।

টমেটো: টমেটো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা চোখের চারপাশের রংয়ের ভারসাম্যহীনতা কমায়। এক চা-চামচ টমেটোর রসের সঙ্গে এক চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে চোখের চারপাশে ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত টমেটোর রস পান করা যেতে পারে। কাঠ বাদামের তেল ও লেবুর রস: এক চা-চামচ কাঠ বাদামের তেলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন। চার পাঁচ মিনিট এই মিশ্রণ মালিশ করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ফের অশান্ত দেবশালা, তৃণমূল কর্মীকে তুলে নিয়ে গিয়ে হামলা

দুর্গাপুর, ৪ জুলাই (হি. স.): ফের অশান্ত আউশগ্রামের জঙ্গলমহল দেবশালা। মিছিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তৃণমূলকর্মীর ওপর হামলা। অভিযোগের আঙ্গুল বহিষ্কৃত তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল বুদবুদ থানার আউশগ্রামের দেবশালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী, নামল র‍্যাপ, কমব্যাট ফোর্স। ঘটনার পর পুরুষ শূণ্য অভিযুক্তদের গ্রাম।

আক্রান্ত তৃণমূলকর্মী আরুহুল আজম মোল্লা। দেবশালা অঞ্চলের ভাতকুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা। গত ২০২১ সালে তৃণমূলকর্মী চঞ্চল বক্সী খুনের পর দলের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ঘটনায় জানা গেছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে দেবশালায় তৃণমূলের মিছিল ছিল। সেখান থেকে পার্শবর্তী অমরপুর গ্রামে সভা ছিল। সেই মতো মিছিল দেবশালা থেকে কাঁকোড়া, ধানতোড় গ্রাম হয়ে অমরপুর যাচ্ছিল। ওই মিছিলকে সংগঠিত করার মুল দায়িত্ব ছিল আজম মোল্লার ওপর। মিছিলের পিছিনের দিকে ছিল সে। অভিযোগ, দেবশালা বাসস্ট্যান্ডের কাছে একদল দুস্কৃতি মোটরবাইকে করে এসে মিছিল থেকে তাকে আটক করে। সেখানেই এলোপাথাড়ি মারধর করে মোটরবাইকে তোলে।

আক্রান্ত আজম মোল্লা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জানান,'গলায় গামছা বেঁধে মারধর করে অপহরন করে নিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। তারপর আসানুল মন্ডল, রাজা মন্ডল, সেখ হাসিবুল সহ দলবল কলমডাঙা গ্রামে এলোপাথাড়ি পেটে বুকে লাথি, ঘুষি মারে। মাটিতে ফেলে পা দিয়ে থেঁতলে মারধর করে। মারধরের জের বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। পরে এলাকার কয়েকজন মুখে জল দেয়। ততক্ষনে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।' ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী, কমব্যাট ফোর্স পৌঁছায়এলাকায়। প্রশ্ন, আজমের ওপর কেন হামলা?

প্রসঙ্গত, গত ২০২১ সালের ৭ সেপ্টম্বর অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে ফেরার পথে খুন হয় যুব তৃণমূল কর্মী তথা দেবশালা পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বক্সীর ছেলে চঞ্চল বক্সী। সে আউশগ্রামের গেঁড়াইয়ে দলের কার্য্যকরী ব্লক সভাপতি লালন শেখের অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে তাঁর বাবাকে নিয়ে মোটরবাইকে করে ফিরছিল। ওইসময় মাঝপথে দুস্কৃতীরা গুলি করে খুন করে চঞ্চলকে। ঘটনায় ধরা পড়ে কলমডাঙা গ্রামের তৎকালীন তৃণমূলের দাপুটে নেতা কাদের মন্ডলের ছেলে আসানুল মন্ডল ও তৃণমূলের দেবশালা পঞ্চায়েতের সদস্য মনির হেসেন, বিশ্বরূপ মন্ডল নামে অপরজন দেবশালা অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি হিমাংশু মন্ডলের ছেলে। ঘটনার পরই তাদের দল থেকে বহিস্কার করা হয়। পরে জামিনে ছাড়া পায় ওই তিনজন। তারপর থেকেই এলাকায় চাপা ক্ষোভ চলছিল দুগোষ্ঠীর মধ্যে। প্রশ্ন, কে এই আসানুল? জানা গেছে, আসানুল মন্ডলের বাবা কাদের মন্ডল, একসময় সিপিএম করত। পরে তৃণমূলে যোগ দেয়। এবং কাদের মন্ডলের স্ত্রী সাকিলা মন্ডল ২০১৩ সালে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা ছিলেন। তারপর আবারও দল ছাড়ে কাদের মন্ডল। এবং ২০১৭ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে পুনরায় তৃণমূলে ফেরেন। কাদের মন্ডলের পুনরায় দলে ফেরানো আপত্তি তুলেছিলেন শ্যামল বক্সী। শ্যামলবাবু আক্ষেপ করে বলেছিলেন' কাদের যোগদানের পরই দেবশালা অঞ্চলে দলে অশান্তি শুরু হয়। ২০১৮ সালে কাঁকোড়াতে ১০০ দিনের সুপারভাইজার নিয়োগ নিয়ে চরম অশান্তি বাঁধে। ওই সময় চারজনের মধ্যে তাদের দাবী মেনে একজনকে নেওয়া হয়। পরে দেবশালা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ছেলে চঞ্চলের ওপর হামলা করে কাদেরের লোকজন। ছেলেকে রাস্তা ফেলে নির্মমভাবে পিটিয়ে ছিল। তখন কাদের সহ পুলিশে ৫ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছিলাম।' তারপর ২০২১ সালে খুন হতে হয় শ্যামলবাবুর ছেলে চঞ্চল বক্সীকে।

জানা গেছে, মৃত চঞ্চল বক্সীর বাবা শ্যামল বক্সীকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে ছিল আজম মোল্লা। দল থেকেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর তাতেই আক্রোশ কাদের মন্ডল গোষ্ঠীর। এদিন আক্রান্ত আজম জানান,' মারধর করার সময় দুস্কৃতীর বার বার বলছিল, শ্যামল বক্সী কি তোর বাপ?' তবে চঞ্চল বক্সী খুনের পর তৃণমূল নেতৃত্ব আসানুলদের বহিস্কার করলেও, জঙ্গলমহলের অশান্তির অভিযোগ বার বার তাদের দিকেই উঠে এসেছে। প্রশ্ন, কাদের মদতে আসানুলদের দাপট? দেবশালাসহ জঙ্গলমহলকে কি ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব? আর তার জন্য শ্যামল বক্সী সহ তাঁর অনুগামীদের টার্গেট করছে কাদের মন্ডল ও আসানুল গোষ্ঠী? যদিও সেসব তদন্ত সাপেক্ষ। ঘটনার পর থেকে কার্য্যত পুরুষ শূন্য কাদের মন্ডলের গ্রাম কলমডাঙা। আউশগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার জানান,' পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।' বুদবুদ থানার পুলিশ জানিয়েছে, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়ন রয়েছে।'

খুনের তদন্তে ভাঙড়ে এল সিআইডি

ভাঙড়, ৪ জুলাই (হি. স.) ভাঙরের বিজয়গঞ্জ বাজারে মঙ্গলবার আসলেন সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা। এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি বেশকিছু নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। আশেপাশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তথ্যও সংগ্রহ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ভাঙর। ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়। কাশিপুর থানার পুলিশ তদন্ত প্রক্রিয়া চালানোর মাঝেই দায়িত্ব অর্পিত হয় সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের ওপর। তারপরেই ভাঙরে এসে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আইএসএফ কর্মী ও তৃণমূল কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

তদন্ত প্রক্রিয়ার গতি আরও বাড়াতে আবারো মঙ্গলবার দুপুরে ভাঙরে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। কাশিপুর থানাতে গিয়েও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। পাসাপাশি যে যে স্থানে মৃতদেহ পরেছিল সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

দিনহাটায় বোমা ফেটে জখম ২ শিশু সহ ৪ জন

দিনহাটা, ৪ জুলাই (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের আতঙ্ক ছড়াল কোচবিহারের দিনহাটায়। মঙ্গলবার জেলার দিনহাটা থানার গোসানিমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিরহাটে বোমা ফেটে গুরুতর জখম দুই শিশু সহ চারজন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ১টা নাগাদ মালিরহাটে একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এতে দুই শিশু সহ চারজন গুরুতর জখম হয়েছে। খবর পেয়ে টহলরত পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান। সেখান থেকে তাঁদের অন্যত্র রেফার করা হয়। প্রত্যেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

ভাঙড়ে ভাঙন, তৃণমূলে যোগ ৩০০ আইএসএফ কর্মীর

ভাঙড়, ৪ জুলাই (হি. স.) পঞ্চায়েত ভোটের আগে ভাঙড়ে আইএসএফে ভাঙন। নওসাদ সিদ্দিকির দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রায় তিনশো আইএসএফ কর্মী। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিন ২৪ পরগনার ভাঙড়ে এই নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সওকাত মোল্লা, আরাবুল ইসলামের মত তৃণমূল নেতৃত্ব।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তার আগে আইএসএফ থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রায় ৩০০ আইএসএফ কর্মী। মঙ্গলবার সকালে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে ভুমরু থেকে কাটাডাঙা পর্যন্ত পদযাত্রা করে তৃণমূল। ওই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ভাঙড়ের পর্য্যবেক্ষক সওকাত মোল্লা, আরাবুল ইসলাম, হাকিমুল ইসলাম, ওদুত মোল্লা সহ অন্যান্যরা। এদিন পদযাত্রা শেষে কাটাডাঙা গ্রামের প্রায় ৩০০ আইএসএফ কর্মী নবিরুল মোল্লা, রব্বানী মোল্লা ও ফারুক মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সওকাত মোল্লা, আরাবুল ইসলামরা। সওকাত মোল্লা বলেন, “বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে কাঁটাডাঙা গ্রামে কোন উন্নয়ন হয়নি। এই এলাকার মানুষের কিছু দাবি আছে। আমরা নির্বাচনের পর সেই কাজ করে দেব। তৃণমূলের উন্নয়নের শরিক হতেই আইএসএফ থেকে এঁরা তৃণমূলে যোগ দিলেন।” তৃণমূল ভয় দেখিয়ে, জোর করে এই কর্মীদের নিজেদের দলে টেনেছে বলে দাবি আইএসএফ নেতৃত্বদের।

সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা খলিস্তানিদের, ঘটনার তীব্র নিন্দা আমেরিকার

সান ফ্রান্সিসকো, ৪ জুলাই (হি.স.) : ফের সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানিদের হামলা। রবিবার গভীর রাতে দূতাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় হামলাকারীরা। আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিং সান্ধু এবং সান ফ্রান্সিসকোর কনসুলেট জেনারেলকে নিশানা করে পোস্টার লাগিয়েছে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে আমেরিকা।

রবিবার রাত ১.৩০টা নাগাদ সান ফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় দূতাবাসের সামনে জড়ো হয় খলিস্তানের সমর্থকরা। তারা দূতাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। জ্বলে ওঠে ভবনের একাংশ। তবে আগুন লাগার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী। কিছু ক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। পাঁচ মাসে এনিয়ে দ্বিতীয় বার সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালানো হল।

এদিকে, ভারতের রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিং সান্ধু এবং সান ফ্রান্সিসকোর কনসুলেট জেনারেলকে নিশানা করে পোস্টার লাগিয়েছে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। তাদের অভিযোগ, কানাডায় খলিস্তান টাইগার ফোর্সের প্রধান হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনে ভারতের হাত রয়েছে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে আমেরিকা। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানিয়েছেন, এহেন ঘটনা খুবই নিন্দানীয়। আমেরিকা যে কোনও রকমের হিংসা এবং ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপের তীব্র বিরোধী। বিশেষ করে বিদেশের প্রতিনিধিদের উপর হামলা আমেরিকায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসেও সান ফ্রান্সিসকোর কনসুলেটে হামলা চালিয়েছিল খলিস্তানিরা। দফতরের জাতীয় পতাকা খুলে নিয়ে সেখানে হলুদ পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যায় খলিস্তানিদের মুখে। শুধু তাই নয় সাম্প্রতিক অতীতে ব্রিসবেন, লন্ডন-সহ একাধিক জায়গায় ভারতীয় দূতাবাসে তাণ্ডব চালায় হলুদ পতাকাধারীরা।

বাসন্তীতে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ

সন্তী, ৪ জুলাই (হি. স.) রাতের অন্ধকারে বিজেপি প্রার্থীদের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাংচুর ও গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর গরানবোস গ্রামে। সেখানে ২১৭ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী সন্ধ্যা রপ্তান ও লতিকা সরদারের বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালানো হয়েছে অভিযোগ বিজেপির। এ বিষয়ে মঙ্গলবার বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকেই আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

বিজেপির অভিযোগ রাত্রি ১ টা নাগাদ একদল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতি চড়াও হয় প্রথমে লতিকার বাড়িতে। তাঁকে ও পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। পাসাপাশি বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকে তাঁরা। উঠানে থাকা স্কুটিও ভাংচুর করে। কেন বিজেপি থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছে লতিকা তা নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। লতিকা বলেন, “ মনোনয়ন জমা দেওয়া থেকেই আমাদের পরিবারের উপর অত্যাচার চলছে। রাস্তাঘাটে প্রাননাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে পরিবারের সকলকে। পুলিশকে জানিয়েও কোন লাভ হয় নি। ভোটের পর আমাদেরকে এলাকা ছাড়া করে দেবে বলেও হুমকি দিচ্ছে।” একই অভিযোগ এই বুথেরই আরেক বিজেপি প্রার্থী সন্ধ্যা রপ্তানের। তিনি বলেন, “ রাতের অন্ধকারে আমাদের বাড়ি চড়াও হয়ে ঘরে ঢুকে জিনিষপত্র ভাংচুর করে তৃণমূলের লোকেরা। বাইক ও ভাংচুর করে। এই বুথের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণা পয়রার স্বামী দীপঙ্কর পয়রার নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে।” যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দীপঙ্কর। তিনি বলেন, “ এসব মিথ্যা কথা। ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে আমাদেরকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। অভিযোগ ভিত্তিহীন।” এলাকার তৃণমূল নেতা তথা বাসন্তী ব্লকের এসসি, এসটি সেলের সভাপতি দিলিপ মন্ডল বলেন, “ পাশের গ্রামে আমাদের একজন কর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টা করেছে বিজেপির দুষ্কৃতিরা। সেই ঘটনা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে নিজেদের বাড়ির জিনিষপত্র নিজেরা ছড়িয়ে তৃণমূলকে বদনামের চেষ্টা করছে।”

শ্রীগুরু পূর্ণিমায় বাংলার ১৯জন শিল্পী সাধককে সম্মাননা জানালো সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.) সোমবার শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথিতে প্রতিবছর ললিতকলা ও সাহিত্যে সমর্পিত অখিল ভারতীয় সংস্থা- সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের ১০টি জেলা থেকে ১৯জন বাংলার শিল্পী সাধককে সম্মাননা জানালো। পাশাপাশি এই দিনেই নটরাজ পূজনের আয়োজন করে। এদিন নটরাজ পূজন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সংস্কার ভারতী কোনও মানুষকে নয় বরং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের রূপক নটরাজকেই গুরু হিসেবে বন্দনা করে। সুর, তাল, লয়, ছন্দে নটরাজের যে অবস্থান, তাই ভারতীয় সংস্কৃতি। মানব কল্যাণের নিমিত্তে মানুষের অন্তর্নিহিত শুভ বোধগুলি যে শক্তির মাধ্যমে জাগ্রত হয় তাকেই সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। জগতের আনন্দযজ্ঞে নব নব সৃষ্টির যে বাসনা তাই লাস্য। আবার জগত শুদ্ধিকরণে নব সৃষ্টির প্রেরণায় তিনিই প্রলয়ের কারণ। সৃষ্টির কারণেই ধ্বংস এবং ধ্বংসের মাঝেই নব নব সৃষ্টির প্রকাশ। এই ভারতবর্ষের চিরায়ত রূপ। তাই গুরুপূর্ণিমা উৎসবের দিন সংস্কার ভারতী পালন করে থাকে নটরাজ বন্দনা।'

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন,' সংস্কার ভারতী এই দিনে প্রচারের আলোর দুরে থাকা নীরবে সাংস্কৃতিক সাধনা করে যাওয়া এমন ১৯ জন শিল্পী সাধকদের সম্মানিত ক”রে।'

নটরাজ দেব, দানব, মানব সকলের আরাধ্য গুরু। তিনিই সর্ব বিদ্যার স্রষ্টা তাঁর নৃত্যের ছন্দে গড়ে ওঠে নবনব সৃষ্টি, সূচিত হয় মহা প্রলয়। সেই সংস্কৃতির আদি গুরু নটরাজ এর প্রতীক হিসাবে কোন শিল্প গুরুকে আহ্বান ক”রে তাঁকে সম্মাননা জানানোর প্রথা বিদ্যমান।

বাংলার পট চিত্র শিল্পী, শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী, বিশিষ্ট কীর্তন শিল্পীর মত সাধককে শ্রদ্ধা নিবেদন করল।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা থেকে সঙ্গীতশিল্পী খগেশ কীর্তনীয়া, নাট্যব্যক্তি শ্যামল দত্ত।দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা থেকে সরোদবাদক সৌগত গাঙ্গুলী, ওডিসি নৃত্যশিল্পী মোনালিসা ঘোষ ও অধ্যাপক হিমাদ্রী শেখর সরকার।নদীয়া জেলা থেকে কীর্তনীয়া সরস্বতী দাস, নৃত্যশিল্পী কাজল দাস ও অভিজিৎ গুপ্ত। মেদিনীপুর জেলা থেকে নাট্যকার চন্দ্রশেখর দাস ও নৃত্যশিল্পী সবিতা মিত্র। হাওড়া জেলা থেকে নাট্যশিল্পী শ্যামল দাস ও নৃত্যশিল্পী রীতা ঘোষ। বর্ধমান জেলা থেকে শিক্ষক বিবেকানন্দ প্রামাণিক। বীরভূম জেলা থেকে পট চিত্র শিল্পী লাল্টু চিত্রকর।বাঁকুড়া জেলা থেকে সঙ্গীতশিল্পী সুভাষ কর্মকার। দক্ষিণ কলকাতা জেলা থেকে সঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণা মজুমদার ও নৃত্যশিল্পী নীলিমা রায়। উত্তর কলকাতা জেলা থেকে সঙ্গীতশিল্পী মণিকা দত্ত ও চিত্রকর সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত।

তেলেঙ্গানা বিজেপির সভাপতি হলেন জি কিশান রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.): তেলেঙ্গানায় দায়িত্ব বাড়ল কেন্দ্রীয় জি কিশান রেড্ডির। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যের বিজেপি সভাপতি করা হয়েছে জি কিশান রেড্ডিকে। এছাড়াও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডি পুরন্দেশ্বরীকে অন্ধ্র প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডিকে ঝাড়খণ্ডে বিজেপির রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে।

প্রাক্তন সাংসদ সুনীল জাখর পঞ্জাবের বিজেপির রাজ্য সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, তেলেঙ্গানা বিজেপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন ইটালা রাজেন্দর। যাবতীয় নিয়োগে মঙ্গলবার সিলমোহর দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কিরণ কুমার রেড্ডিকে বিজেপির জাতীয় কার্য্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ধুবড়ির জাতীয় সড়কে গাছের সঙ্গে সংঘর্ষ যাত্রীবাহী বাসের, আহত কমপক্ষে ৪০

ধুবড়ি (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের প্রচণ্ড সংঘর্ষে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪০ জন।

জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকালে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে বরপেটা থেকে ধুবড়ি আসছিল এএস ২৫ বিসি ১৮৬০ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী আল্ট্রা বাস। কিন্তু চাপরের হাতিপোতা এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে একটি গাছের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাসটি। বাসটি উল্টে যায়। প্রচণ্ড জোরে সংঘর্ষের ফলে গাড়ির ভিতরে প্রায় সব যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় চাপর থানার পুলিশের দল। তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজনের সাহায্যে চপারে প্রাইমারি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের জখম গুরুতর হওয়ায় পাঠানো হয়েছে বঙাইগাঁও সিভিল হাসপাতালে।

পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, আজ সকাল থেকে ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল ধুবড়িতে। বৃষ্টির ফলে চালক সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি সংগঠিত করেছেন। তিনি জানান, আহত যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০।

পঞ্চায়েত ভোটে জঙ্গল মহল নিয়ে চিন্তিত তৃণমূল

বাঁকুড়া, ৪ জুলাই (হি. স.) লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের মতোই কি পঞ্চায়েত ভোটে ও মুখ ফিরিয়ে নেবে জঙ্গলমহল এই চিন্তায় ঘুম ছুটেছে তৃণমূল নেতৃত্বের। জঙ্গল মহল নিয়ে চিন্তিত দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

পঞ্চায়েত ভোটে কি বাম কি বিজেপি কোনও দলই ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারে নি, মনোনয়ন দাখিল থেকে শুরু করে প্রচার পর্ব সবেতেই যেন শাসকদলের চেয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে তবুও নিশ্চিত হতে পারছে না তৃণমূল। সাধারণ ভোটারদের নির্লিপ্তভাব, চারিদিকে দলীয় শীর্ষ নেতাদের দুর্নীতি প্রকাশ এসব মিলিয়ে সিন্দুরে মেঘ দেখছে সানীয় কর্মীরা। গোদের উপর বিষফোঁড়া গোষ্ঠী কোন্দল। দলের শীর্ষ নেতারা ও জেলা নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ও দল বিরোধিতার প্রতি কড়া হুশিয়ারি দিলেও চাপা ক্ষোভ দূর হয় নি। গ্রামেগঞ্জে কান পাতলেই এখন এসব কথা শোনা যাচ্ছে।

তাই জঙ্গল মহল নিয়ে চিন্তিত শীর্ষ নেতৃত্ব প্রচারের প্রায় অন্তিম মূহুর্তে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে হাজির করিয়েছেন। মাত্র দিন কয়েক আগেই অভিষেক জনজোয়ার যাত্রায় বাঁকুড়ায় আসেন।তারপরও গতকাল সারেঙ্গায় রোড শো এ অংশ নেন।

লোকসভা নির্বাচনে জেলার দুটি আসনেই তৃণমূল পরাজিত হয়, বিধানসভা নির্বাচনে জেলার বারোটি আসনের আট টি তে পরাজিত হয় তৃণমূল প্রার্থীরা।বিধানসভার আটটি আসন ই দখল করে বিজেপি, লোকসভা র দুটি আসন ও বিজেপির ঝুলিতে যায়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে লোকসভা, বিধানসভার ফলাফলের কোনও প্রভাব পড়বে না বলে তৃণমূল নেতারা দৃঢ় বিশ্বাসী হলেও বিজেপির জেলা নেতারা আশাতীত ভালো ফলের আশা দেখছেন।

'কখন এ সব থামবে?' : মণিপুর সহিংসতায় দীর্ঘ আবেগিক পোস্ট মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার

আইজল, ৪ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরে চলমান সহিংসতায় নিজের টুইটার হ্যান্ডলে দীর্ঘ এক আবেগিক পোস্ট করেছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা।

৬২ দিন ধরে মণিপুরে চলমান জাতিগত সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে নিজের ব্ল্যাক-অ্যান্ড হোয়াইট একটি ছবি সহ আবেগ সংবলিত দু লাইনের ক্যাপশন লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'হুয়েন উইল ইট স্টপ?' (কখন এ সব থামবে?)।

এর পর আবেগের সঙ্গে দীর্ঘ বক্তব্য পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। দীর্ঘ পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গত ৩ মে থেকে শুরু হওয়া সহিংসতায় ইতিমধ্যে মণিপুরে ১২০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন এবং ৩ হাজারের বেশি আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।' লিখেছেন, 'যদিও আমরা অনেক সদিচ্ছা, প্রত্যাশা এবং বুকভরা আশা করি, পরিস্থিতি শীঘ্রই উন্নত হবে। কিন্তু পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কখন এ সমব থামবে? আমি আমার মণিপুরি জো ভাইদের সমবেদনা জানাই, যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের বাড়িঘর এবং পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, তাঁদের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমার অবিরাম প্রার্থনা রইল। করুণাময় ঈশ্বর আপনাদের এই বিপর্যয়কর ঘটনার মধ্যেও শক্তি এবং প্রজ্ঞা দান করুন।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে, চার্চ পোড়ানো, নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং সমস্ত ধরনের সহিংসতার ছবি ও ভিডিও ক্লিপ আমি আর দেখতে চাই না। যদি শান্তির জন্য মীমাংসাই একমাত্র উপায় থাকে, তা-হলে আমরা কি সেই পথ বেছে নেব না? অনেক প্রাণ হারিয়েছে, সর্বত্র রক্তপাত, শারীরিক নির্যাতন এবং ভুক্তভোগীরা যেখানেই সম্ভব আশ্রয় খুঁজছেন। কোনও সন্দেহ ছাড়াই যাঁরা হিংসার শিকার হচ্ছেন তাঁরা আমার আত্মীয়, আমার নিজের রক্ত। আমদের কি শুধু নীরব থেকে পরিস্থিতি শান্ত করা সম্ভব? আমি তা মনে করি না!'

'আমি অবিলম্বে শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানাই। শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য অবিলম্বে উপায়গুলি সন্ধান করা ভারতের দায়িত্বশীল এবং আইন মান্যকারী নাগরিকদের দায়িত্ব এবং অপরিহার্য কর্তব্য। মানবিক স্পর্শে উন্নয়ন এবং সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ আমার মণিপুরের জো জাতি-উপজাতিদের জন্যও প্রযোজ্য!' জোরামথাঙ্গা তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে যোগ করেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শেষে লিখেছেন, 'মণিপুরে নৃশংস সহিংসতার ফলে মিজোরামে প্রায় ১২ হাজার বাস্তুচ্যুত আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিমধ্যে মণিপুর, মায়ানমার এবং বাংলাদেশ (রোহিঙ্গা) থেকে উদ্বাস্তু অথবা আইডিপিস ৫০ হাজারের বেশি মিজোরামের বাসিন্দা। তাই আমি কামনা করি এবং প্রার্থনা করি, কেন্দ্রীয় সরকার মানবিক ভিত্তিতে অবিলম্বে আমাদের দিকে যেন সাহায্যের হাত ধার দেয়।'

২২ সেপ্টেম্বর থেকে উমরাসোয় ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ অধিবেশন

হাফলং (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের ৪৭-তম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলছে ডিমা হাসাও জেলার উদ্যোগনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের উমরাংসোয় গরমপানি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ অধিবেশন। চলবে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।আজ মঙ্গলবার হাফলঙে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সিদ্যুৎ নাইডিং জানিয়েছেন, ইউনিয়নের ৪৭-তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষ্যে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।সাংবাদিক সম্মেলনে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং বলেন, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে অনুষ্ঠেয় ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ৪৭-তম সাধারণ অধিবেশনে তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে প্রকাশ্য অধিবেশন। প্রমিত বলেন, এই অধিবেশনে রাজ্যের বেশ কয়েকজন নেতা ও মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সহ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর প্রধান সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাছাড়া ছাত্র সংগঠনের ৪৭-তম সাধারণ অধিবেশনে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের বিভিন্ন শাখা সমিতি ও অসমের ডিমাসা অধ্যুষিত এলাকার ডিমাসা জনগোষ্ঠীর মানুষ উপস্থিত থাকবেন। তিনি বলেন, ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবসে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে। এদিকে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ৪৭-তম সাধারণ অধিবেশনকে সফল করতে সকলের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেছেন ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ৪৭-তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির জয়বাজ ওয়ারিশা সহ অন্যান্য পদাধিকারী ও সদস্যরা।

প্রার্থীদের হলফনামা প্রকাশ করতে হবে, কমিশনকে নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে আরও ৬০ হাজার আসনের প্রার্থীর হলফনামা প্রকাশ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ভোটের আর পাঁচ দিন বাকি। ফলে কমিশনের হাতে হলফনামা প্রকাশের জন্য রয়েছে মাত্র চার দিন সময়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীদের হলফনামা প্রকাশের আর্জি জানিয়ে হাই কোর্টে মামলাটি করেন দেবপ্রসাদ নস্কর। তাঁর হয়ে মামলা লড়ছেন আইনজীবী শামিম আহমেদ। উচ্চ আদালতের এই নির্দেশের ফলে ভোটের আগে পাঁচ দিনে আরও ৬০ হাজার আসনের প্রার্থীর হলফনামা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। এই আসনগুলিতে মোট প্রার্থীর সংখ্যা হবে দেড় লক্ষেরও বেশি। পাঁচ দিনে এত প্রার্থীর হলফনামা প্রকাশ করার নির্দেশে চাপের মুখে কমিশন।পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সাধারণত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের প্রার্থীদের হলফনামা প্রকাশ করে কমিশন।গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থীদের হলফনামা প্রকাশ করা হয় না। গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কারণেই হলফনামা দেয় না কমিশন।কমিশনের যুক্তি, ভোটের আগে স্বল্প সময়ে এত প্রার্থীর হলফনামা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই সব প্রার্থীর হলফনামাও প্রকাশ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট।সোমবার হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি জানান, শুধু পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের প্রার্থীদের হলফনামা প্রকাশ করলেই হবে না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাইলাকান্দিতে মোবাইল ভেটেনারি ইউনিট চালু

হাইলাকান্দি (অসম) ৪ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় মোবাইল ভেটেনারি ইউনিট চালু হয়েছে। জেলাশাসক নিসর্গ হিভারে মঙ্গলবার জেলা শাসকের কার্যালয়ে পতাকা নেড়ে দুইটি মেডিকেল ভ্যানের যাত্রা সূচনা করেন।জেলার জনসাধারণ গৃহপালিত পশুর চিকিৎসার জন্য ১৯৬২ নম্বরে ফোন করলে এই মোবাইল ভেটেনারি ইউনিট থেকে পরিষেবা লাভ করতে পারবেন। এর অধীনে গৃহপালিত পশুর চিকিৎসার জন্য ফোন করলে ভেটেনারি ডাক্তারদের কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়া যাবে।পাশাপাশি পশুর কোন জটিল বা আশংকা জনক অসুস্থতার ক্ষেত্রে ভেটেনারি ভ্যানগুলি অসুস্থ পশুর নিকটে গিয়ে চিকিৎসা করার সংস্থান থাকবে এই মোবাইল ভেটেনারি ইউনিটে।

হাইলাকান্দি বাউয়ারঘাট পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ফসল বীমা শিবির

হাইলাকান্দি (অসম) ৪ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া চলতি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে বুধবার বাউয়ারঘাট পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ফসল বীমার শিবির খোলা হবে। সপ্তাহ পালনের অঙ্গ হিসাবে হরিশনগর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ৬ জুলাই, বলদাবলদি নগদীগ্রাম সুদর্শনপুর কারিছড়া পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ৭ জুলাই শিবির চলবে। শিবির গুলি প্রতিদিন সকাল ১১ টায় শুরু হবে। কৃষকদেরকে এতে তাদের আধার কার্ড ব্যাংক পাসবুক এবং জমির দলিল নিয়ে বীমার জন্য উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।শাইল ধান চাষের ফসল বীমা সম্পর্কে এই শিবির গুলিতে কৃষকদেরকে অংশগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। এদিকে মঙ্গলবার পূর্বকীর্তারবন্দ পঞ্চায়েত কার্যালয়ে শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এরা কাজ করবে কি। আপাদ মস্তক দূর্নীতিতে ডুবে আছে। ’

সংগঠনগুলি

● প্রথম পাতার পর

করে বলেন গত পাঁচ বছরে রাজ্যে নতুন একটিও রাবার বাগান হয়নি। এক বছর আগে রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তাতে তিনি জানতে পারেন এক্সটেনশন প্রোগ্রামের জন্য বোর্ডের এবং সরকারের কোন টাকা নেই। টায়ার কোম্পানিগুলো তাদের সংকট কাটানোর জন্য ত্রিপুরার আবার ভোটকে এক হাজার কোটি টাকা দিতে চেয়েছিল। নতুন করে রাবার নার্সারি হয়নি। কমলার ক্ষেত্রে একই অবস্থা।

জম্পুই হিল ছাড়া অন্যান্য জায়গায় কমলা হচ্ছে। তিনি এও অভিযোগ করেন উপজাতি কৃষকদের থেকে ধান না কিনায় বাজারে ধানের দাম ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে গণমুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাধারন দেববর্মা অভিযোগ করে বলেন এডিসি এলাকায় য্যাগার অর্থ লুটেপুটে খাচ্ছে। জঙ্গলে কোন সবজি চাষ হচ্ছে না। গ্রামে ন্যায্য মূল্যের দোকানে মসলা পাওয়া গেলেও অন্য সামগ্রী মিলছে না। বহু গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল দুর্গম এলাকা গুলিতে ৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ফি দেবে। তার অভিযোগ বর্তমান সরকার ফ্রি দেওয়া তো দূরের কথা বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে না দিলে লাইন কেটে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের খাবার জোগাড় করা তো দূরের কথা বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তিনি বলেন আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি ককবরক ভাষার বিকাশে আরো উদ্যোগ গ্রহণ করুক এডিসির হাতে আরও অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ এবং জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়ন সব রকম সহযোগিতা করার জন্য ১৫ দফা দাবি মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারকে জানানোই আমাদের মূল লক্ষ্য।

এদিন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্যামল দে বলেন ১৫ দফা দাবির মধ্যে আমরা প্রধান দাবি হিসেবে সরকারের কাছে তুলে ধরতে চাই রেগার মজুরি বৃদ্ধি, রেগার কাজ ২০০ দিন করা, শ্রমিকদের পেনশনের ব্যবস্থা করা এবং যোগ্য ভাতা প্রাপকদের সঠিক সময়ে ভাতা প্রদান ইত্যাদি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রত্যেকে একই সুরে বলেন রাজ্যে কৃষক,ক্ষেতমজুর,জুমিয়া সাধারণ মানুষ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। কাজ খাদ্যের অভাবে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। এর মধ্যে প্রতিনিয়ত বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। তাদের অভিযোগ সরকার গরিব মানুষকে সহযোগিতা না করি বরং তাদের বিপাকে ফেলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করছে। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীরা শ্রমিক সংগঠনগুলো একসঙ্গে জনগণের পাশে থেকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। সেই লক্ষ্যেই আগামী ১২ই জুলাই বিধানসভা অভিযান করবে। যত বাধাই আসুক না কেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে বিধানসভায় যাবেন বলেও জানান সংগঠনের নেতৃত্বরা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম সদর বিভাগীয় সম্পাদক রতন দাস।

সেলিম

● আটের পাতার পর

সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম বলেন,’ বিচারপতিকে ধন্যবাদ। এরকম ৫-৬ জন প্রার্থী রয়েছে, যারা বিদেশের মাটিতে। অথচ তাদের মনোনয়ন জমা হয়েছে। একটা আদালতে তোলা হয়েছে। আই-প্যাকের মাধ্যমে হাজার হাজার মনোনয়ন জমা হয়েছে। অসংখ্য প্রার্থীর প্রস্তাবকের সই মেলেনি। ফলে ডকুমেন্ট আপলোড হচ্ছে না। তাই এই নির্বাচনে বড় কেলেঙ্কারি।’তিনি আরও বলেন,’ রাজ্যে ভুয়ো বিচারপতি, ভুয়ো আইপিএস, ভুয়ো সিবিআই, ভুয়ো পুলিশ ধরা পড়ছে। এবার ভুয়ো প্রার্থী হচ্ছে। তাই ভোট হচ্ছে। তবে সাবধান, যে সমস্ত আধিকারিকরা এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত। পাবলিক পাহরায় রয়েছে। কড়া নজরে রাখা হচ্ছে। সব ছবি তুলছে। মামলা হবে।’ শুভেন্দু অধিকারীর মুখে ভোট লুটের সাফাই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,’ মুকুল, মমতা, শুভেন্দু সব এক। ২০১৮ সালে শুভেন্দু ভোট লুট করেছিলেন। এখন বড় বড় কথা বলছেন।’ এদিন তিনি কেন্দ্র সরকারকে এক হাত নিয়ে বলেন,’ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তৃণমূলের কোন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়নি। শিক্ষায় দুর্নীতি, শুভেন্দুর আমলে পরিবহনে নিয়োগে দুর্নীতি, সেচে, বন বিভাগে নিয়োগে দুর্নীতি। তাই আদালতে যাওয়া হচ্ছে। এবার জনতার আদালতে সব বিচার হবে।’

বেতন

● প্রথম পাতার পর

সচিবরা।পরি কি মরি করে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে গতমাসের কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে সচিবরা। বিডিও অনুরাগ সেন জানান, তাদের অনেকবার সতর্ক করা হয়েছে। মাসের পঁচিশ তারিখের মধ্যে রেগা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের রেজিস্ট্রার তৈরি করে রিপোর্ট পাঠাতে হয়। কিন্তু বারবার নিয়ম লঙ্ঘন করার কারণে উন্নয়ন মূলক কাজ প্রলম্বিত হচ্ছে। তাই জেলা শাসকের নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাই হোক গত কয়েকদিনে যারা বকেয়া কাজ শেষ করে রিপোর্ট জমা করেছে তাদের বেতন চালু হয়েছে বলে জানান বিডিও অনুরাগ সেন।

রাধাচরণ

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের কাছে বলেন আইপিএফটি যেভাবে সরকারি থেকেও চুপ করে বসে ছিলেন মথা সেই ভাবে থাকবে না। দাবি না মানা হলে তারা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন এমনই ইঙ্গিত দিলেন তিনি। রাজনৈতিক মহল বলছে ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে মাথা এই ইস্যুতেই ঘর গোছানোর কাজটা সেরে ফেলতে চাইছেন।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

সময় রঘুনাথপুর এলাকার জনগণ ধরে উত্তম মাধ্যম দিয়ে খবর পাঠায় বিশালগড় থানায়। বিশালগড় থানার ইন্সপেক্টর মৃদুল মজুমদার সহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। জানা যায় রঘুনাথপুর এলাকায় এক যুবক চুরির সাথে জড়িত আছে। পুলিশের আচ পেয়ে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয় ওই যুবক। রঘুনাথপুর এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন নেশায় আসক্ত হয়ে বিভিন্ন বাড়িতে চুরি কান্ড সংঘটিত করে যাচ্ছে।

সহায়তা

● প্রথম পাতার পর

করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আহতদের আর্থিক সহায়তার বিষয়েও ইসকন চিন্তাভাবনা করছে। কারণ, আহতদের আঘাতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সমস্ত কিছু বিবেচনা করে পরবর্তী পর্যায়ে আর্থিক সহায়তার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বললে তারা এই বিষয়ে পাত্তা দিতে নারাজ। তারা ঘটনাস্থলে আসেননি, যার ফলে ভুক্তভোগী ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র খুব সঞ্চার হয়েছে।

কর্মশালা

● প্রথম পাতার পর

এই পোর্টালের মাধ্যমে জনগন সবচাইতে বেশি উপকৃত হবেন বলে আশা ব্যক্ত করে কারামন্ত্রী শান্তনা চাকমা।

করিমগঞ্জ জেলায়ও গুয়াইফেনেসিন সিরাপ বিক্রি, বিতরণ ও মজুতে নিষেধাজ্ঞা

করিমগঞ্জ (অসম) ৪ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায়ও নিরাপারিভ ফরমুলেশনের ঔষধ এবং গুয়াইফেনেসিন সিরাপ বিক্রি, বিতরণ ও মজুতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। করিমগঞ্জের ড্রাগ ইন্সপেক্টর, সেন্ট্রাল ড্রাগ কন্টোল অর্গানাইজেশনের (ইডি) নির্দেশ অনুসারে করিমগঞ্জ জেলার কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে নিরাপারিভ ফরমুলেশনের ঔষধ এবং গুয়াইফেনেসিন সিরাপ বিক্রি, বিতরণ ও মজুত না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে এই ঔষধগুলি অনলাইন যোগেও আমদানি ও বিক্রিতে সমগ্র দেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ভেনাস উইলিয়ামসের হাঁটুতে চোট

লন্ডন, ৪ জুলাই (হি.স.): উইম্বলডন শুরু আগে জানিয়েছিলেন, তিনি ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত খেলতে চান। তার সেই স্বপ্ন দেখা শুরুতেই হোঁচট খেল। কারণ, উইম্বলডন শুরু হওয়ার দিনই ভেনাস উইলিয়ামস শুধু প্রথম রাউন্ডে ইউক্রেনের সোয়াইতোলিনার হেরে ছিটকেই গেলেন না, পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নের পায়ে এমন টান ধরল, তিনি হয়তো উইম্বলডনে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন। ধারাভাষ্যকারেরা কমেন্টি বক্স থেকে বলছিলেন, হয়তো উইম্বলডনে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন ভিনাস।

তারাফেনি নদীর উপর সেতুর দাবি

ঝাড়গ্রাম, ৪ জুলাই (হি. স.): তারাফেনি নদীর উপর কজওয়েটির জায়গায় একটি সেতুর দাবি নিয়ে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা। বাম জমানায় তৈরি এই কজওয়ের উপর একটু ভাড়ি বর্ষণ হলে জল থই থই করে। তার উপর কংক্রিটের প্রলেপ উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে ছোট বড় গর্ত। জলে ভরা কজওয়েতে তখন বোঝা যায় না গর্তগুলি ফলে প্রতি বছর ছোট বড় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে।

কজওয়ের নিচে থাকা পাইপ গুলিতে গাছের ডালপালা আটকে গিয়ে মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে ামান্য বৃষ্টিতে জল বার হতে না পেরে জল উপরে উঠে আসে। ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থলে বিনপুর দুই ব্লক তথা বেলপাহাড়ির হাড়দা অঞ্চলের ঢোলভাঙাতে রয়েছে তারাফেনি নদীর উপর এই কজওয়েটি। বিনপুর এক ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা প্রতি বর্ষায় দূর্ভোগের শিকার হন। তাদের দাবি এখানে একটি সেতু করে দেওয়া হোক। আর এই নিয়ে প্রতি নির্বাচনে বারবার দাবি উঠলেও আজও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ। অভিযোগ আরও বিপজ্জনক এই কজওয়েটির সংস্কারও করা হয় না বলে। আর এই নি এবারও সরব বিরোধীরা। তাদের কটাক্ষ এত গুলি পঞ্চায়েত নির্বাচন পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অসংখ্য গ্রামবাসীর এই দাবি আজও উপেক্ষিত।

অন্যদিকে শাসক শিবিরের বক্তব্য জেলা জুড়ে সেতু থেকে শুরু করে রাস্তা,ঘাট, পানীয় জল সহ প্রচুর কাজ হয়েছে। আরো কাজ হবে। নির্বাচন পেরিয়ে গেলে অগ্রাধিকার দিয়ে সেই সব চাহিদা গুলি মেটানো হবে। উল্লেখ্য বেলপাহাড়ির হাড়দা অঞ্চলের ঢোলভাঙা এই কজওয়ের উপর দিয়ে বিনপুর, হাড়দা হয়ে বাঁকুড়া জেলার রাইপুর ও সারেঙ্গা ব্লকে যাওয়া যায়। এছাড়া বিনপুর এক ব্লকের নছিপুর, নেপুরা, মির্জাপুর, শ্যামসুন্দরপুর, পাপটপুর, বলরামপুর, ওড়লিডাঙা, কমলাডাঙা, নিশ্চিন্তপুর, রণগুয়া, বাহাদুরপুর, বিজলি সহ বহুগ্রামের মানুষ লালগড়, ঝাড়গ্রাম জেলা সদরে যান। প্রতি বছর বর্ষার সময় এই কজওয়েটিতে তারাফেনি নদীর জল উঠে যায়। ফলে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এটির উপর দিয়ে বাঁকুড়া জেলার দুটি ব্লকের মানুষ জন ব্যবসা বানিজ্য, চিকিৎসা, পড়াশুনা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ঝাড়গ্রামে আসনে। এছাড়া বিনপুরের বিভিন্ন গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ নিত্যদিন লালগড় ও ঝাড়গ্রামে আসেন চাকুরি, ব্যবসা, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসা সহ নানা প্রয়োজনে। বর্ষার দিন গুলিতে রীতিমতো প্রানের ঝুঁকি নিয়ে এবড়ো খেবড়ো ওই কজওয়ে দিয়ে পারাপার করেন। দুর্ঘটনা ঘটলেও মানুষ বাধ্য হন ওই পথ ব্যবহার করতে।

বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেন ’ গত কয়েক বছরে জেলার বিভিন্ন গ্রামে মানুষের চাহিদা গুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে। আরো কাজ হবে। নির্বাচন চলে এসেছে। এই পক্রিয়া মিটলে মানুষের দাবি গুলি বিবেচনা করে কাজ করা হবে। ’ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তরুণ বেজ বলেন ’ জেলা জুড়ে মানুষের বহু দাবি দাওয়া পূরণ হয় নি।সমস্যা গুলি অগ্রাধিকার দিয়ে ভাবা হয় নি। ফলে মানুষ দূর্ভোগ পোয়াচ্ছেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সুকান্তকে ফোন শাহর

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে খোঁজখবর নিতে এবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে ফোন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রের খবর, সুকান্ত মজুমদার যখন উত্তরবঙ্গে ভোটের প্রচারে, তখন হঠাৎই দুপুরে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।পঞ্চায়েত ভোটের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই খোঁজ নেওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সার্বিকভাবে বিজেপি যে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে শাহের বারবারের খোঁজ নেওয়া দেখে। এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের।

জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যাবতীয় খুঁটিনাটি দলের রাজ্য সভাপতির কাছে জানতে চেয়েছেন শাহ। নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা কী? পুলিশ কী করছে? কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সবটাই জানতে চান অমিত শাহ। দলের কর্মীরা কোথাও আক্রান্ত কিনা, কতজনের প্রাণ গিয়েছে, কতজন ঘরছাড়া, সব কিছু নিয়েই তথ্য চান শাহ। সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি প্রার্থী, এবং কর্মীরা যেভাবে লড়াই করছেন, সেটার প্রশংসাও বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি।

বিজেপি সূত্রের খবর, সুকান্ত মজুমদার রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, “নির্বাচনের দিন শাসকদলের আক্রমণ বাড়বে। গণনার আগে বহু জায়গায় ব্যালট বক্স বদলের চেষ্টা হতে পারে। এই জন্য জাল ব্যালট পেপার তৈরি করা হচছে বলে তাদের কাছে খবর রয়েছে।” রাজ্যপাল বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন, তা নিয়েও কথা হয় দুজনের মধ্যে।

“নির্বাচনে পুলিশ ভাল ভাবে কাজ করবে,” আশ্বাস পুলিশের ডিজি-র

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি স)। “আপনাদের নিশ্চিত করে বলছি, নির্বাচনে পুলিশ ভাল ভাবে কাজ করবে।” মঙ্গলবার তিন রাজ্যের পুলিশ-প্রধানের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা জানান পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি মনোজ মালবীয়।পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে অস্ত্র আমদানি রোখার বিষয়েও মঙ্গলবারের সমন্বয় বৈঠকে আলোচনা হয়। মনোজবাবু জানিয়েছেন, বিহার বা ঝাড়খণ্ড থেকে যাতে অস্ত্র এ রাজ্যে না ঢোকে, তাই বাংলার সীমানায় নাকা চেকিং শুরু হবে।বিহারের ডিজি আরএস ভাট্টি জানিয়েছেন, শুধু মুঙ্গের থেকেই বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হয় না। এখন আগের থেকে অনেক বেশি বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। সাইবার অপরাধ দমনের বিষয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।অভিযোগের সুরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের ডিজি মালবীয় বলেন, নির্বাচন ছাড়া এমনিও রাজ্যে কিছু ঘটনা হয়েই থাকে। নির্বাচনের পর তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানাবেন, এ রাজ্যে হিংসার পরিসংখ্যান বেড়েছে নাকি কমেছে।মনোজবাবু দু’-তিনটে হিংসার ঘটনার কথা মেনে নিয়ে জানান, উপর মহল থেকে তা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ রয়েছে। তাঁর কথায়, “দু-তিনটে ঘটনা হচ্ছে, যেখানে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। উপর থেকে নির্দেশও রয়েছে যে, কোনও এ ধরনের ঘটনা হলে তাকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এমন কোনও ঘটনা হয়নি, যা আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারিনি। পুলিশ নিজেদের কাজ করছে।”এর আগে শাসক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জনসংযোগ যাত্রা’ কর্মসূচির শেষ দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে গিয়েছিলেন মমতা। নামখানার ওই জনসভায় মমতা জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নন, তৃণমূলের নেত্রী হিসাবে তিনি বক্তব্য রাখতে এসেছেন। তার পরই পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, “২ লক্ষ ৩১ হাজার মনোনয়ন জমা পড়েছে। এত শান্তিপূর্ণ মনোনয়ন এর আগে কখনও হয়নি।”বাম আমলের ‘অশান্তি’র প্রসঙ্গও টেনে এনেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, “২০০৩ সালে ৭০ জন মারা গিয়েছিলেন। ২০০৮ সালে মারা গিয়েছিলেন ৩৬ জন।”

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত ডুমুরগ্রাম, ধৃত ১০

রামপুরহাট, ৪ জুলাই(হি. স.) তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম হল চারজন। দলীয় নির্বাচনী কার্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে। আহত হয়েছেন উভয় পক্ষের চারজন। আহতদের উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় দুই পক্ষের দশজনকে আটক করেছে মুরারই থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারই ১ নম্বর ব্লকের ডুমুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, ওই মুরারইয়ে বিধায়ক মোশারফ হোসেনের সঙ্গে ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষের ঠাণ্ডা লড়াই রয়েছে। ডুমুর পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর আসনে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন জান্নাত আরা মুস্তাফি। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের টিকিট দিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে মনিরা খাতুনকে। ওই পঞ্চায়েতের সমিতির ১৩ নম্বর আসনে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন বিলকিস বেগম। ওই আসনে তৃণমূলের গোঁজ হিসাবে নুরজাহান কেয়া বেগমকে দাঁড় করানো হয়েছে। তৃণমূল প্রার্থীদের দাবি তারা বিধায়কের অনুগামী। ব্লক সভাপতির লোকজন গোঁজ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। এনিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকেই ডুমুরগ্রাম গ্রামে চাপা উত্তেজনা ছিল। সোমবার সন্ধ্যায় সেটা বড় আকার ধারণ করে। ওইদিন রাতে কাজী বিদায়ী প্রধান আশরাফুল গোষ্ঠীর লোকজন আলি আসগারের নেতৃত্বে তার দলের লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে ডুমুরগ্রামে নির্দলের হয়ে প্রচার করছিল। একই সময়ে ভোট প্রচার করছিল তৃণমূল প্রার্থী জান্নাত আরা মুস্তাফির স্বামী ফাজিল মোল্লা ওরফে টনিক শেখে। দুজনেই মুখোমুখি হতেই শুরু বচসা। অভিযোগ, সেই সময় একে অপরের দিকে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ডুমুরগ্রামে আলী আসগার শেখের বাড়িতে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়েও টনিক গোষ্ঠী ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। দলীয় কার্যালয়ের পাশপাশি ওই এলাকার আরো চারটি বাড়িতে ভাংচুর চালানো হয়। এদিকে সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মুরারই থানার পুলিশ। গভীর রাতে গ্রামে পৌঁছান রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র। পুলিশ গ্রামে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। রাতভোর অভিযান চালিয়ে ভাংচুর ও সংঘর্ষে জড়িত থাকার সন্দেহে দশ জনকে আটক করেছে মুরারই থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকে এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষ বলেন, “সংঘর্ষের খবর পেয়ে আমি বিধায়ককে ফোন করেছিলাম। কিন্তু উনি ফোন ধরেননি। যারা ঝামেলা করেছে তারা বিধায়কের অনুগামী। ফলে পুলিশকে বলেছি আসল অপরাধীদের গ্রেফতার করুণ”। বিধায়ক মোশারফ হোসেন বলেন, “ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার হবে। এই টনিক শেখরাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাই তাদের প্রার্থী করা হয়েছে। কিন্তু নবাব গোষ্ঠীরা গোঁজের হয়ে ভোট করছে। তবে এই অশান্তি কাম্য নয়। পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করার জন্য বলা হয়েছে”।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-07/EE/RD/KGT/DIV/2023-24 Dt.04/07/2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 18/07/2023 for 01 no. work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- eentkgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

ICA/C-1278/23

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

PNIeTNO. 55-57 /EE/DWS/BLG/2023-24 dated 30/06/2023

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs. 21/07/2023 for "Constn. of S(five) Nos. semi permanent pump house in/pipe line,domestic connection, installation of pump & motor and other allied works during the year 2022-23 under Nalchar Block(2™ & 3% Call) For details please visit https:// tripuratenders 'gov.in and https://etenders.gov.in / eprocure /app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

(Er.A.B.Chaudhuri)'
ixecutive Engineer
DWS Division. Bishalgarh

ICA/C-1274/23

Notice inviting e-tender vide No.F.5(21)/SA/KTL/2016-17/1256, Dated0 1/07/2023

The Supdt. of Agriculture, Kathalia Agri. Sub-Division invites on behalf of the "Governor of Tripura" an e-tender from bonafied and resourceful transport contractor of India nationality/Firms/Agencies conforming to eligibility criteria of the tender as specified in the tender document for internal carrying of different Agri Inputs (Seed /Fertilizer/PPC etc.) in Supdt. of Agriculture, Kathalia Agri. Sub-Division during the year 2023-24 and 2024-25 (w.e.f 01-07- 2023 to 30/07/2024) as detailed below.
e-tender No :- No.F.5(21)/SA/KTL/2016-17/1256, Dated01/07/20
Name of the Work _ :- Internal Carrying of Agri Inputs (See /Fertilizer/PPC etc.) in Supdt. of Agriculture, Kathalia Agri. Sub-Division during the year 2023-24 and 2024-25 (w.e.f 01-07-2023 to 30/07/2024)
Tender Type :- e-Tender
Estimated Cost :- Rs.10,00,000/-
Earnest Money :- 10,000/-
Time,of Completion :- 1 Year
Last date of bidding :- 20-07-2023
Tender documents can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in w.c.f 01-07-2023 to 30/07/2024 for downloading and bid submission end date 20-07-2023.
Submission of tenders physically is not permitted.
Tenderer may please visit https://tripuratenders.gov.in for more details of this tender.

ICA/C-1272/23

(RIPON SARKAR)
Supdt. of Agriculture
Kathalia Agri. Sub-Division
Sepahijala Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 06 /EE(AGRI)/S/2023-24.

SL. NO.	NAME OF THE WORK / DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID TECHNICAL BID
1	25/SE/AGRI/EE(SOUTH)/2023-24	Rs. 37,56,024.00	Rs. 75,120.00	180 Days	Up to 04.00, P.M. on 21/07/2023	At 11.00 AM on 24/07/2023
2	27/SE/AGRI/EE(SOUTH)/2023-24	Rs. 1,15,89,021.00	Rs. 2,31,780.00	365 Days		
3	29/SE/AGRI/EE(SOUTH)/2023-24	Rs. 55,29,638.00	Rs. 1,10,593.00	180 Days		

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03621-222486.

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

ICA/C-1266/23

E-TENDER
NOTICE INVITING TENDER

The Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites E- Tender for rate contract of outsourcing of Laundry Services for AGMC & GBP Hospital, subject to cerfain terms & conditions through E-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT alsg should publish in AGMC website www.agme.nic.in). The Tender fee (non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking / debit card / credit card. Last date of submission is up to ....24..../07/2023, Time 10:00AM
The othgr details related e-Tender can be seen and obtained from the website http:// tripuratenders.goy.in
Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.

Medical Superii a (H.O.D.)
AGMC & GBP Hospital, Agartala.

ICA/C-1262/23

NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT).
TENDER FOR PROCUREMENT OF PADDY HUSK FOR POULTRY BIRDS AND DUCK REARING AT DIFFERENT FARMS UNDER ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPTT. FOR THE YEAR 2023-2024.

e- Tender is hereby invited on behalf of the Animal Resources Development Deptt. G6vernment of Tripura from the Reputed, Bonafide, Registefed Suppliers or their Local Authorized Distributors "FOR PROCUREMENT OF PADDY HUSK FOR POULTRY BIRDS AND DUCK REARING AT DIFFERENT FARMS UNDER ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPTT. FOR THE YEAR 2023- 2024." The details of Tender, Quantity, Specification and Tender Documents are made available in the websites (http://tripuratenders.gov.in, and www.ardd.tripura.gov.in).

Dy. Director of ARDD (FC)
R.K. Nagar

ICA/C-1259/23

Press Notice Inviting e Tender (PNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the following item wise separate e- tender (NIT wise) are invited trom fish farmers, fishery cooperative society, Fishery entrepreneurs, Fishery based SHGs by the undersigned for procurement of Major Carp fingerlings (Catla, Rohu & Mrigal) as per details below for distribution under different piseiculture development schemes in different 2 (Two) Blocks and Pishalgarh Municipal Council areas under Bishalgarh Sub-Division.

NIT No	It m for which e- tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender value	Necessary Date & Time
No. F.3 (10)-SF(BLG)/Dev/Tender/2023-24/	Indian Major carp fingerling (7 cm above)	8.3 lakh	9.96 lakh	Bidding Document can be downloaded from 03/07/2023 at 15.00 hrs. Last Date of online submission of e.tender up to 18/07/2023 till 17.30 hrs. Time as per clock time of e-procurement website https:// tripuratenders.gov.in

All the future modifications/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only

ICA/C-1256/23

(S. DEBBARMA)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
BISHALGARH: SUB-DIVISION

জম্পুইজলাকে হারিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এনএসআরসিসি

আরসিসি: ৩(সানরালা, রাজর্ষি ২) জম্পুইজলা: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে এনএসআরসিসি। এই জয়ের সুবাদে এনএসআরসিসি গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়ে একদিকে যেমন আগামী বছর বি-ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে, অপরদিকে সি-ডিভিশন ফুটবলের ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। গ্রুপ লীগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার এনএসআরসিসি ৩-০ গোলের ব্যবধানে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর স্বীকৃতি পেয়ে ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে আগামী বছর দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার। এনএসআরসিসি পাঁচ ম্যাচ খেলে তিনটিতে জয় এবং দুটিতে ড্র রাখার সুবাদে ১১ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব নিয়ে ফাইনালে

সি-ডিভিশন লিগ : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
আরসিসি	৫	৩	২	০	১১-৫	১১
আনন্দ ভবন	৪	২	১	১	১০-৬	৭
জম্পুইজলা	৫	২	১	২	৮-৭	৭
ইকফাই	৫	২	১	২	৬-১০	৭
ওরিয়েন্টাল	৫	১	১	৩	৭-১০	৪
সাই স্যাগ	৪	০	২	২	৩-৭	২

স্কাইলার্কের মুখোমুখি হবে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে খেলা শুরুতে ঠিক ৪ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল এনএসআরসিসি-র হয়ে সানরলা ডারলং এর পা থেকে। এন এস আরসিসি এক গোলে লীড পায়। জম্পুইজলার ছেলেরা গোলটি হজম করে একাধিকবার পাল্টা আক্রমণ রচনা করলেও কার্যত গোলের সন্ধান দিতে পারেনি। তবে কিছুটা রক্ষণাত্মক খেললে এনএসআরসি-র ছেলেরাও আর গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের ৭-৮ মিনিট একই রকম ভাবে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলা এগোতে থাকলেও ৫৩ মিনিটের মাথায় এনএসআরসিসির সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার রাজর্ষি চাকমা ঠিকই জাল নেড়ে গোল ব্যবধান দুই-শূন্য করে নেয়। এবার এনএসআরসিসি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সুযোগ খুঁজতে থাকে গোল ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্যে। শেষদিকে খেলার ৮২ মিনিটের মাথায় সেই রাজর্ষি চাকমা-ই ফের একবার গোলের সুযোগ পেয়ে তা দারুন ভাবে কাজে লাগায় এবং চূড়ান্ত ব্যবধান ৩-০ করে নেয়। পরবর্তী সময়ে চতুর্থ গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি, বটে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি দুইদলের পাঁচজন জুয়েল দেববর্মা, নাসির আহমেদ এবং রাকেশ জমাতিয়া, জীমেন জমাতিয়া, কাঙ্গকালা কলইকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস, খোকন সাহা ও হরি শর্মা। দিনের খেলা: সকাল ৮ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সাই-স্যাগ বনাম আনন্দ ভবন।

জার্সি স্পনসর পেলো নাইন বুলেটস চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে দল তৈরি : কর্ণেন্দু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। লক্ষ্য একটাই, ৫ বছর পর প্রথম ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করা।

তা মাথায় রেখেই গড়া হয়েছে বড় বাজেটের দল। ফুটবলাররাও নিজেদের উজার করে দেবে ক্লাবের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা এনে দিতে। মঙ্গলবার ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন নাইন বুলেট ক্লাবের সচিব অপু সরকগার সুর। ২০১৭ সালে শেষ প্রথম ডিভিশনে খেলেছিলো দল। ওই বছর যে দল গড়া হয়েছিলো, এবার সেই দল থেকেই ভালো দল হয়েছে দাবি কোচ কর্ণেন্দু দেববর্মা-র।

৬ জুলাই দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে নাইন বুলেটস। প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা পুলিস। একঝাঁক বুড়ো ফুটবলারদের নিয়ে পুলিস দল গড়া হলেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন দলনায়ক রাজীব সাধন জমাতিয়া। স্পষ্টভাবেই বলেন,'আমাদের কাছে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ।

তাই প্রতি ম্যাচেই ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে জয় তুলে আনার চেষ্টা করবে'।

এবছর ক্লাবের জার্সি স্পন্সর করলো 'বাস্তু'। সংস্থার পক্ষে দেবজ্যোতি দাস সাদা-লাল জার্সি তুলে দেন দলনায়ক সহ ক্লাব কর্তাদের হাতে।

মিজোরামের ৫, কলকাতা ১ জন ফুটবলার সহ প্রথম ডিভিশন লিগের খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বেশ কয়েকজন ফুটবলার নিয়ে এবছর দল গড়েছে একসময় প্রথম ডিভিশন লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করা নাইন বুলেটস ক্লাব।

তবে দলের সমস্যা একটাই, পুরো দল নিয়ে বেশীদিন অনুশীলন করার সুযোগ পাননি কোচ।

এটাকেই বেশী গুরুত্ব দিতে চাইছেন না কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ শোভা রাণী দেববর্মা, ফুটবল দল গঠনের আহ্বায়ক প্রকাশ দেববর্মা প্রমুখ।

চ্যালেঞ্জার ট্রফির এলিমিনেটর ম্যাচে রেক্স ক্লাবকে হারিয়ে ব্রু জোয়াইন জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ব্রু জোয়াইন মৌথো। হারিয়েছে রেক্স ক্লাবকে।আর এই হারের সুবাদে রেক্স ক্লাব শান্তির বাজারের চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেট থেকে এলিমিনেটেড হয়েছে। বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে শান্তিরবাজার ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এলিমিনেটর ম্যাচে ব্রু জোয়াইন মৌথো ৫ উইকেটের ব্যবধানে রেক্স ক্লাবকে পরাজিত করে একদিকে যেমন দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে অপরদিকে ফাইনালের আশাও জিইয়ে রেখেছে।

টস জিতে ব্রু জোয়াইন মৌথো প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে রেক্স ক্লাব ৪৭ ওভারের খেলায় ৩১ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২০১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্রু জোয়াইন মৌথো ৩৩ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয় এর প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

বিজয়ী দলের পক্ষে বসন্ত দেওয়ানের অপরাজিত ৫৭ রান এবং অমল রিয়াংয়ের ৪৩ রান জয়ের পেছনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। রেক্স ক্লাবের কিষাণ মুরাসিং সর্বাধিক ৩৪ রান পেয়েছিল।

ব্রু জোয়াইন মৌথোর সুকান্ত রিয়াং ৮ রানে ৩ উইকেট দখল করে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া, বসন্ত দেওয়ান ৬৫ রানে তিনটি এবং অজয় দেববর্মা দুটি উইকেট পেয়েছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বসন্ত রিয়াং পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

সোনামুরায় সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার ফোরে জয় দিয়ে সূচনা মতিনগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। সুপার ফোরে দারুণ সূচনা মতি নগর প্লে সেন্টারের। সোনামুড়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সাব ডিভিশন সিনিয়র মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুপার ফোর এর খেলা আজ, মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। ২০ রানের ব্যবধানে শতদল সংঘকে হারিয়ে সুপার ফোরে দুর্দান্ত সূচনা করেছে মতিনগর প্লে সেন্টার। মেলাঘর গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মতি নগর প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারের খেলায় ২২.৪ ওভার খেলে মতিনগর প্লে সেন্টার সব কটি উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রমেশ দেববর্মার ১৮ রান এবং গণেশ দেববর্মার ১৪ রান কিছুটা উল্লেখযোগ্য হলেও অন্যরা রান সংগ্রহ করতে না পারায় অনেকটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। শতদল সংঘের অমরেশ দাস ২২ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে লো স্কোরিং টার্গেট পেয়ে শতদল সংঘের বচ্চন দাস কিছুটা ভালো ব্যাট করে ৩৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের আশার আলো দেখালেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। আর পি সিং ও ইকবাল হোসেন দুজনে তিনটি করে উইকেট তুলে নিয়ে শতদলের জয়ের প্রত্যাশায় জল ঢেলে দেয়। আর পি সিং পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। সুপার ফোরে উন্নীত অপর দুটি দল ব্লাড ড্রপস ও নেতাজি সংঘ আগামী কাল পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

ব্লাডমাউথ-ভারতরত্নের ম্যাচ দিয়ে আজ থেকে বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। নতুন ক্রীড়া সূচি ঘোষিত। সবুজ সংঘ টুর্নামেন্ট থেকে দল তুলে নেওয়ায় বই ডিভিশন লিগ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা যেমন একটি কমেছে। তেমনি লীগ পর্যায়ে খেলার সংখ্যাও আটটি কমে এখন হয়েছে ২৮ টি। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। আগামীকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও ভারতরত্ন সংঘের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বি ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের খাদ্য ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন এবং টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। প্রাক্তন ফুটবলার রাজেশ রায় চৌধুরী ফুটবলে কিক করে লীগের সূচনা করবে। উল্লেখ্য বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী অপর ছয়টি দল হলো: নাইন বুলেটস ক্লাব, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব, মৌচাক ক্লাব, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, কল্যাণ সমিতি ও নবোদয় সংঘ। আগামীকাল উদ্বোধনী ম্যাচের পর ৬ জুলাই নাইন বুলেটস ক্লাব খেলবে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে। ৭ জুলাই বি-ডিভিশন লীগের বিরতি থাকবে।

সেদিন সি- ডিভিশন ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ৮ জুলাই থেকে ক্রমান্বয়ে দুই আগস্ট পর্যন্ত একনাগারে প্রতিদিন বিকেলে বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলের পরবর্তী ২৬ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে লীগ কমিটির সেক্রেটারি তপন সাহা আজ নতুন ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, সবুজ সংঘ টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নেওয়ায় আগামী বছর তারা স্বাভাবিক কারণেই সি-ডিভিশনে নেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বলা বাহুল্য, আগামীকাল বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও প্রতিদিন প্রতিটি ম্যাচ উপভোগ করার জন্য ফুটবলপ্রেমীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন লীগ কমিটির সেক্রেটারি তপন সাহা।

লংতরাইভ্যালিতে ক্রিকেট জয় পেলো ছৈলেংটা স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। প্রভাত কুশুম এবং রমেশ চাকমা-র হাত ধরে জয় পেলো ছৈলেংটা স্কুল। পরাজডিত করলো ছামনু স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। ঘাঘরাছড়া স্কুল মাঠে মঙ্গলবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ছামনু স্কুল ১৩৪ রান করে। দলের পক্ষে উৎসব দত্ত ৩৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, ত্রিশান বরুয়া ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, শেখর ঘোষ ২০ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৯ রান। ছৈলেংটা স্কুলের পক্ষে রমেশ চাকমা ১৭ রানে ৫ টি এবং কুমার ভুবেশ দেববর্মা ৩৬ রানে ২ টি উইকেট পেয়েছে। জবাবে কেলতে নেমে ১৭ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ছৈলেংটা স্কুল। দলের পক্ষে প্রভাত কুসুম চাকমা ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, গুননাথ দত্ত ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং সুমন মোহন ত্রিপুরা ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। ছামনু স্কুলের পক্ষে অয়ন বরুয়া ৩৮ রানে ৩ টি এবং ত্রিশান বরুয়া ৪১ রানে ৩ টি উইকেট পেয়েছে।

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে ঃ মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। মানুষের শারীরিক বিকাশে দুধ এক অমূল্য উপাদান। ত্রিপুরায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে। আজ গোমতী ডেয়ারি প্রাঙ্গণে ৫ হাজার লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্সুলেটেড রোড মিল্ক ট্যাংকারের সূচনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন ত্রিপুরার প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন তিনি বলেন, এই ট্যাংকারের মাধ্যমে বাল্ক মিল্ক কুলার সেন্টারগুলি (বিএমসি) থেকে দুধ ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বহন করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এর ফলে দুধের গুণগতমান যেমন বজায় থাকবে তেমনি দুধ নষ্টও হবেনা।

এদিন শ্রী দাস বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৮৫ হাজার মেট্রিক টন দুধের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণে এগিয়ে আসতে হবে বেকার যুবকদের। যেসমস্ত বেকার যুবককরা কাজের সন্ধানে ঘুরছে তারা গো পালনের জন্য ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারেন। ব্যাংক লোনের মাধ্যমে গো পালন করলে ঋণের টাকার সমস্ত সুদ মিটিয়ে দেবে ত্রিপুরা সরকার, বলে জানান তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, মানুষের শারীরিক বিকাশে দুধ এক অমূল্য উপাদান। ত্রিপুরা সরকার উন্নতমানের গোখাদ্য রাজ্যেই উৎপাদনের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রূপায়ণে বিলম্ব দেশের কাছে ক্ষতিকর : উপ-রাষ্ট্রপতি

আমাদের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে কাউকে খেলতে দেওয়া হবে না, গুয়াহাটি আইআইটি-র ২৫-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছেন জগদীপগুয়াহাটি, ৪ জুলাই (হি.স.) : ইউনিফর্ম সিভিল কোড (অভিন্ন দেওয়ানি বিধি) রূপায়ণে খুব বিলম্ব হলে আমাদের মূল্যবোধের ক্ষতি হবে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ভারত এবং তার জাতীয়তাবাদকে আরও ফলপ্রসূভাবে বেঁধে রাখবে। আমাদের সার্বভৌমত্ব, মর্যাদা ও প্রতিপত্তির সঙ্গে কাউকে খেলতে দেওয়া যায় না, বক্তা উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় ।আজ মঙ্গলবার আইআইটি গুয়াহাটির ২৫-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করে উপ-রাষ্ট্রপতি ধনকড় রাজ্যের নির্দেশনামূলক নীতি (ডিপিএসপি) দেশের শাসন ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো বলে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা দেশের কর্তব্য। বলেন, পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি এবং শিক্ষার অধিকার ইতিমধ্যে আইনে পরিণত হয়েছে। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, এখন সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদকে কার্যকর করার সময় এসে পড়েছে। ভারতের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার অদম্য চেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করে ধনকড় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভারত-বিরোধী সব ধরনের কার্যকলাপকে প্রত্যাখ্যান করার সময় এসে গেছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ বলেন, কোনও বিদেশি সত্ত্বাকে আমাদের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে খেলা করতে দেওয়া যাবে না। ভারতবর্ষকে সবচেয়ে পুরনো, সর্ববৃহৎ, কর্মক্ষম এবং জীবন্ত গণতন্ত্র বলে অভিহিত করে ধনকড় বলেন, আমাদের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধশালী গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে দেব না ।প্রসঙ্গক্রমে তিনি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ারও আহ্বান জানান তিনি। বলেন, দুর্নীতি হলো অগণতান্ত্রিক প্রবণতা। দুর্নীতি হচ্ছে খারাপ শাসন, সুশাসন নয়। দুর্নীতি আমাদের বিকাশের সব দরজা রুদ্ধ করে দেয়। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে, বলেন তিনি। দুর্নীতির অভিযোগে কেউ ধরা পড়লে আইনি প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণের পরিবর্তে রাজপথে বেরিয়ে আসার ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন উপ-রাষ্ট্রপতি। তাই তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় হওয়ার পাশাপাশি ভারতের ঐতিহাসিক কৃতিত্বের জন্য গৌরবান্বিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। বলেন, জাতি ও জাতীয়তাবাদের মূল্যে আর্থিক লাভালাভ থেকে আপনারা বিরত থাকবেন। দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব ড় বিআর আম্বেদকরের বহুমূল্য বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের প্রথমে ভারতীয় হতে হবে। ভারতীয়ত্ব ছাড়া অন্য কিছু নেই ।সমাবর্তন ভাষণে উপ-রাষ্ট্রপতি ধনকড় সহনশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেও ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের অন্যের পন্থাও বিবেচনা করা উচিত। কারণ, প্রায়ই অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক বলে বিবেবিত হয় ।সমাবর্তনের পর উপ-রাষ্ট্রপতি আইআইটি-র ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেছেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল গুলাবচান্দ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, আইআইটি গুয়াহাটির বোর্ড অব গভর্নর্স-এর চেয়ারম্যান ড় রাজীব মোদী, আইআইটি গুয়াহাটির ডিরেক্টর অধ্যাপক পরমেশ্বর কে আয়ার, জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক সদস্য, ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন রাজ্যপাল কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রমুখ ।প্রসঙ্গত আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২,০১১ জন স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি-প্রাপ্তদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। আজ উপ-রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপালরা আইআইটি গুয়াহাটি চত্বরে একটি করে ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেছেন ।গুয়াহাটিতে এসেছেন উপ—রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। আইআইটি গুয়াহাটিতে দুটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আজ মঙ্গলবার সকালে সস্ত্রীক এসেছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি। বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যা মন্দিরে। সেখানে মায়ের পুজো দিয়ে চলে যান আইআইটিতে ।উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় বায়ুসেনার উড়ানে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন সস্ত্রীক উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। বিমানবন্দরে তাঁদের উষ্ণ স্বাগত জানান রাজ্যপাল গুলাবচান্দ কাটারিয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, গুয়াহাটির সাংসদ কুইন ওজা, মন্ত্রী অতুল বরা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, মেয়র মৃগেণ শরণিয়া এবং সাধারণ ও পুলিশ পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বিশালগড়ের কেকে নগরে হিংসার ষড়যন্ত্র রুখতে প্রশাসনের উদ্যোগে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুলাই।। শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র হলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সোচ্চার হওয়ার শপথ নেন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ ।শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জোট বেঁধেছে বিশালগড় কেকে নগরের জনতা। সম্প্রতি বিশালগড়ের দু"টি স্থানে পশুর মাংস এবং হাড় ছড়িয়ে দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করেছে একাংশ সমাজবিরোধীরা। কিন্তু সেখানকার মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ষড়যন্ত্রের বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে মাঠে নেমেছে। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কড়া হুশিয়ারী দিতে মঙ্গলবার কে কে নগরের হাসান হোসেন পাড়ায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন , বিডিও অনুরাগ সেন, গ্রাম প্রধান অনামিকা বিশ্বাস, প্রবীণ নাগরিক ননীগোপাল বিশ্বাস, শাহজাহান মিয়া, রাসেদ ইসলাম, হানিফ মিয়া, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সম্পাদক তাজুল ইসলাম। মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস বলেন দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হয়েছে। আপনারা সবাই মিলে হাতে গোনা দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে সজাগ থাকবেন। প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হবেন। কোনমতেই এ-সব অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না। গণশত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করুন। প্রয়োজনে উৎখাত করুন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন বলেন আপনারা সংঘবদ্ধ থাকলে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে কেউ ফাটল ধরাতে পারবেনা। প্রবীণ নাগরিক শাহজাহান মিয়া বলেন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মাটির নীচে চাপা দিতে হবে। প্রধান অনামিকা বিশ্বাস বলেন এখানে হিন্দু মুসলমান সবাই নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না। একে অপরের অনুষ্ঠানে আমরা অংশ নিই। এই সম্প্রীতির মেলবন্ধনে সহ্য করতে পারছেনা একাংশ দুষ্টচক্র।

বিশ্রামগঞ্জের প্রমোদনগর বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার প্রমোদনগর বাজারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাতে একটি দোকানের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে প্রচুর সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। প্রমোদনগর বাজারে সোমবার রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটছে। দোকানের মালিক তাজুল ইসলাম অন্যান্য দিনের মতো দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। সকালে এসে দোকান খোলার সময় দেখে দোকানের তালা ভাঙ্গা। ভিতরে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার দোকান সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল। এই ঘটনার তদন্তক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রমোদনগর বাজার কমিটি এবং বিশ্রামগঞ্জ থানার দারস্ত হন দোকানের মালিক তাজুল ইসলাম। পুলিশ এ ব্যাপারে একে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের কোন সংবাদ নেই। চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্য আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাজারের ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন রাত্রিকালীন পুলিশী টহল না থাকার কারণেই চোরেরা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রমোদনগর বাজার ও পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে রাত্রিকালীন পুলিশীতল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোড়ালো দাবি জানানো হয়েছে।

কানাডা খলিস্তানিদের 'কিল ইন্ডিয়া' পোস্টার, রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কড়া বার্তা নয়াদিল্লির

ওটোয়া, ৪ জুলাই (হি.স.) : কানাডায় লাগাতার ভারতের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালাচ্ছে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই পরিস্থিতিতে আগামী ৮ জুলাই খলিস্তানিদের 'খলিস্তানি ফ্রিডম র‍্যালি' ঘি রে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে কানাডায়। তাদের পোস্টারে লেখা 'কিল ইন্ডিয়া'। এবার ভারতে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত ক্যামেরন ম্যাক্কাওভকে ডেকে পাঠিয়ে কড়া বার্তা দিল মোদী সরকার ।খলিস্তানির হুমকিতে উদ্বিগ্ন কানাডার ওট্টাওয়া ও টরন্টোর ভারতীয় কূটনীতিকরা। কানাডা প্রশাসন অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের পোস্টার একেবারেই মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জলি জানিয়েছেন, "ভারতীয় কূটনীতিবিদদের সুরক্ষার বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি। ৮ জুলাইয়ের মিছিল ঘিরে যে ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে সেদিকে চোখ রেখেই কানাডা সমস্ত ভারতীয় কূটনীতিবিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছে।"গত ফেব্রুয়ারিতে বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল, কানাডায় ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে খলিস্তানপন্থীরা। এই বিষয়ে সেদেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালানো হচ্ছে। সেই সঙ্গেই জানানো হয়েছিল, দুই সরকারই মনে করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে সার্বভৌমত্ব, একতা ও ভৌগলিক অখণ্ডতাকে সম্মান জানানো উচিত। কিন্তু খলিস্তানি কার্যকলাপ যেভাবে সেখানে মাথাচাড়া দিচ্ছে তাতে ভারত সরকারের মাথাব্যথা বাড়ছে।৮ জুলাইয়ের মিছিলকে ঘিরে সেই আতঙ্ক যেন নতুন মাত্রা পাচ্ছে। ওই দিন টরন্টো, ভ্যাঙ্কুভারের মতো শহরগুলিতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে খলিস্তানিদের। গত কয়েক মাস ধরেই যেভাবে খলিস্তানি তাণ্ডব মাথাচাড়া দিয়েছে, তাতে আতঙ্ক বেড়েই চলেছে। আর তাই এবার কানাডাকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে আরজি জানাল নয়াদিল্লি।

অন্তোদয় রেশনকার্ডধারী হওয়ার পরও আবাস যোজনায় ঘর মিলেনি একাধিক দরিদ্র পরিবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। অন্তোদয় রেশনকার্ডধারী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত হতদরিদ্র দুইটি পরিবার। ঘটনা কৈলাশহরের গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। গৌরনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনেষ মালাকার বিগত ৬- থেকে ৭ বৎসর আগে মাছ মারতে গিয়ে বজ্রবিদ্যুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এর পরও এই অসহায় দরিদ্র পরিবার সরকার থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা পান নি বলে অভিযোগ। একান্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিমেষ মালাকারের স্ত্রী সুষমা মালাকার বলেন আমরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের লোক। আমার স্বামীর ভয়াবহ বজ্রবিদ্যুতের কারণে মৃত্যু হয়। সরকার থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা পাইনি। এমনকি পঞ্চায়েত থেকে আমি বিধবা ভাতা পর্যন্ত পাই নি। আমি অন্তোদয় ভুক্ত হওয়ার পরও সরকারি ঘর পাইনি। সুষমা মালাকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানবিক আবেদন করেন সরকার যেন উনাকে একটি ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। একই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা গনাই মালাকার অত্যন্ত দরিদ্র। নদীর তীরে একটি কুঁড়ে ঘরে বসবাস করছেন। গনাই মালাকার অত্যন্ত দরিদ্র বিপিএল ভুক্ত হওয়ার পর সরকারী কোন ঘর ভাগ্যে জটিনি।গনাই মালাকার মনুনদীতে মৎস্য শিকার করে সংসার পরিচালনা করেন। পঞ্চায়েতে বারবার জানানোর পরও গনাই মালাকারের ভাগ্যে সরকারি ঘর জুটেনি। তাই শেষ পর্যন্ত আজ বাধ্য হয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে সরকারের কাছে মানবিক আবেদন করেন একটি ঘর পাবার জন্য।

আমেরিকায় বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত ৪, আহত আরও ৮ জন

ফিলাডেলফিয়া, ৪ জুলাই (হি.স.) : শনিবারের পর সোমবার ফের রক্ত ঝরল আমেরিকায়। আমেরিকার অঙ্গরাজ্য পেনসিলভানিয়ায় বন্দুকবাজের গুলিতে মৃত্যু হল ৪ জনের। সেই সঙ্গে বন্দুকবাজের গুলিতে দুই শিশুসহ কমপক্ষে ৮ জন আহত হয়েছেন। তাদের সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সময় সোমবার ফিলাডেলফিয়া শহরের কিংসেসিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিনই এমন হামলায় আবারও প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে। জানা গিয়েছে, সোমবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ জনবহুল রাস্তায় এলোপাথাড়ি গুলি চলতে থাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, যুদ্ধে ব্যবহৃত বর্ম পরে রাইফেল নিয়ে এসেছিল বন্দুকবাজ। তবে হামলা চালিয়েই পালিয়ে যায় সে। স্থানীয় সূত্রে খবর মিলেছে, ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৮ জন। যদিও পুলিশ সূত্রে সরকারিভাবে হতাহতের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি।

গুলি লেগে দু'জন শিশু আহত হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। তবে মৃতদের মধ্যে সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক বলেই অনুমান।এ ঘটনায় একজন সন্দেহভাজনকে পুলিশ আটক করেছে। তার কাছ থেকে একটি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি ব্যালিস্টিক ভেস্ট পরা ছিলেন। তার কাছে একটি রাইফেল এবং হ্যান্ডগান ছিল। পুলিশ এবিষয়ে বিস্তারিত কিছু না জানালেও ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে।প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে গোটা আমেরিকা। তার ঠিক আগের দিনই এমন মর্মান্তিক ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, নিয়ম থাকলেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা একেবারেই নেই।গত শনিবারই বাল্টিমোরে একটি পার্টি চলাকালীন মৃত্যু হয়েছিল ২ জনের। আহত ২৯ জনের মধ্যে অধিকাংশই শিশু। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরেই ২৬বার বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন সাধারণ মানুষ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মৃতের সংখ্যা চার বা তার বেশি। বন্দুক আইন সংশোধন করেও কেন বন্দুকবাজের হামলার ঘটনায় রাশ টানা যাচ্ছে না, তা নিয়ে লাগাতার প্রশ্নের মুখে মার্কিন প্রশাসন।

ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত খোয়াইয়ের প্রবীন সাংবাদিক গোপাল সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ জুলাই।। গত ২১ জুন রাতে হঠাৎই ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন খোয়াইয়ের প্রবীন সাংবাদিক গোপাল সিং। বর্তমানে উনার বয়স ৬৮ বছর.। শারীরিক অসুস্থ্যতার খবর পেয়ে আজ উনি যে ভাড়া বাড়ীতে থাকেন সেখানে স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে যান সমাজকর্মী অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক। দীর্ঘ সময় সাংবাদিকের সাথে মতবিনিময় করেন এবং আগামীদিনে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। এদিকে পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ায় চিন্তিত গোটা পরিবার। উনাকে সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসার ব্যয়ভার সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পরিবারটিকে। নেই নিজস্ব মাথাগুজার ঠাঁই। ভাড়া বাড়ীতেই জীবন কাটছে। উনার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে অনেকেই এসেছেন এবং দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য অভয় দিয়েছেন।

তোষাখানা মামলার আদৌ কোনও সারবত্তা নেই : ইসলামাবাদ হাই কোর্ট

ইসলামাবাদ, ৪ জুলাই (হি.স.) : পাকিস্তানের আদালতে বড়সড় স্বস্তি ইমরানের। মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাই কোর্ট জানিয়ে দিল তোষাখানা মামলার আদৌ কোনও সারবত্তা নেই। গত ১০ জুন ইমরানকে দোষী সাব্যস্ত করে দেশটির ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো। কিন্তু হাই কোর্ট সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিল। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি আমির ফারুক জানিয়েছেন, মামলাটির কোনও গ্রহণযোগ্যতাই নেই। গত ২৩ জুন তিনি রায়টি স্থগিত রেখেছিলেন ।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে পাওয়া উপহারসামগ্রী সরকারি ভান্ডার বা তোষাখানায় জমা না করে বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন ইমরান বলে অভিযোগ। পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা যে সমস্ত উপহার দেন, সেগুলি পাক তোষাখানায় জমা হয়। এর আগেও তোষাখানার সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছেন ইমরান। তাঁর বিরুদ্ধে এ নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন রাজনৈতিক বিরোধীরাও। এবার সেই মামলাতেই স্বস্তি পাওয়ায় প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর পায়ের তলার মাটি যে শক্ত হল তা বলাই বাহুল্য। দুর্নীতি মামলায় মে মাসেই জেল খাটতে হয় ইমরানকে। পরে তিনি মুক্তি পেলেও বিপাকে পড়ে তাঁর দল। একের পর এক শীর্ষ নেতারা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ ছেড়ে দেন। ইমরানের গ্রেফতারির প্রতিবাদ করতে গিয়ে অন্তত ১০ হাজার দলীয় সমর্থক গ্রেফতারও হন। এমনকি ইমরানের দলকে নিষিদ্ধ করতেও উঠে পড়ে লেগেছে পাকিস্তান সরকার। সব মিলিয়ে পাক রাজনীতিতে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন বিশ্বকাপজয়ী পাক অধিনায়ক। কিন্তু তোষাখানা মামলায় স্বস্তি পেলেন তিনি।

পঞ্চায়েত নির্বাচন বড় কেলেঙ্কারি ভুয়ো ভোট হচ্ছে : সেলিম

দুর্গাপুর, ৪ জুলাই (হি. স.): "বিদেশের মাটিতে আছে, অথচ মনোনয়ন জমা পড়েছে। এরকম ৫-৬ জনের প্রমান আছে। আই-প্যাকের মাধ্যমে হাজার হাজার মনোনয়ন জমা হয়েছে। অসংখ্য প্রার্থীর প্রস্তাবকের সই মেলেনি। ফলে ডকুমেন্ট আপলোড হচ্ছে না। তাই এই নির্বাচনে বড় কেলেঙ্কারি হচ্ছে।" মঙ্গলবার বিকালে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে পানাগড়ে এমনই তোপ দাগলেন সিপিআইএম এর রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম ।প্রসঙ্গত, আর কয়েকদিন পরই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যে মিনাখাঁর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের কথা বলেছে বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তার প্রতিক্রিয়া মঙ্গলবার দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-প্রিজন ওয়েব পোর্টাল নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।